CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-311 ■ 10 August, 2026 ■ আগরতলা ১০ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাড়তি বিদ্যুৎ বিল নিয়ে

দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট ।। রাজ্যে বিদ্যুৎ শুল্ক ও বিল নিয়ে সাম্প্রতিক উদ্বেগের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি। বিদ্যুৎ শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিংহ-সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের উর্ধতন আধিকারিকরা। রবিবার বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে মানুষের আস্থা বজায় রেখে সেই সমস্যাগুলির সমাধান করাই সরকারের লক্ষ্য।

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে সরকার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে এবং সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছু সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হলেও কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে বাইরের বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করে ডা. মানিক সাহা বলেন, জনগণের ভোটেই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাই জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে সরকারের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিরোধীদের গঠনমূলক পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তিনি অভিযোগ করেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করার প্রচেষ্টারও সমালোচনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, বিদ্যুৎ বিল ও শুল্ক সংক্রান্ত সমস্ত দিক বর্তমানে সরকার খতিয়ে দেখছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আরও আলোচনা করে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়টি পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

ভিসি নির্বাচনে জোটের সমীকরণ মেলাতে শাহের ডাকে দিল্লিতে ডা. সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট ।। ত্রিপুরায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে দিল্লিতে তলব করেছেন বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। আগরতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর দিল্লি সফরের সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচনার বিষয়টি যুক্ত থাকতে পারে। তবে ঠিক কী বিষয়ে বৈঠক হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর কাছে এখনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। দিল্লি ও আগরতলার মধ্যে বারবার যাতায়াত প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মূলত দিল্লিতে থাকার কথা থাকলেও একদিনের জন্য আগরতলায় এসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই আগরতলায় এসেছিলেন। কাজ শেষ করে ফের দিল্লি যাচ্ছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগরতলায় ফিরে আসার পরও ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছেন। এখন আবার দিল্লি ফিরছেন। সেখানে কোনও আলোচনা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। দিল্লিতে কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। তবে কিছুটা ধারণা রয়েছে বলে জানান তিনি। উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সংক্রান্ত প্রোটোকলের বিষয়টিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের বৈঠকের বিষয়ে আগেভাগে সাধারণত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বৈঠকের জন্য ডাকা হয়। একাধিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় বলেও জানান তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হলে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফে ডাকার খবরকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। সামনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমীকরণ, আসনভিত্তিক বোঝাপড়া এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর এবং সম্ভাব্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

রাজনৈতিক ভাবে তার জবাব দিতে হবে সরকারকে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটার নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে অবিলম্বে বর্তমান সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সময় থেকেই রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার

প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, সেই সময় বিদ্যুৎ বিভাগের পাঁচটি ডিভিশন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিরোধী দলনেতার আরও দাবি, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে নামার পর সরকার দ্বিতীয় দফায় বেসরকারিকরণের পথে আর এগোতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট ।। স্মার্ট মিটার স্থাপন এবং বিদ্যুৎ বিলের বিভিন্ন খাতে বাড়তি চার্জ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর অভিযোগ, স্মার্ট মিটার নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট হওয়ার পরও রাজ্যে গ্রাহকদের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ফিক্সড চার্জ, সার্ভিস চার্জসহ বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যুৎ বিলের বোঝা বেড়েছে। সুদীপ উল্লেখযোগ্যভাবে আগে ত্রিপুরার রায় বর্মনের দাবি, মানুষকে জানানো হয়েছিল যে স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, স্মার্ট মিটার গ্রহণ করা গ্রাহকদের জন্য ঐচ্ছিক এবং পুরনো মিটারও চালু রাখা যেতে পারে। এরপরও রাজ্যে কেন স্মার্ট মিটার স্থাপনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে ভিসি ভোটে জোট নয় ঃ প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপি ও তিপ্রা মথার সম্ভাব্য জোট নিয়ে জল্পনার মধ্যেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিপ্রা মথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। ত্রিপাক্ষিক তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে কোন প্রকার জোটের দিকে হাঁটবেনা তিপ্রা মথা, সামাজিক মাধ্যমে আজ এমনটাই জানালেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়ন ও তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি না হলে কোনও রাজনৈতিক জোটে যাবে না তিপ্রা মথা। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় প্রদ্যোত কিশোর বলেন, শুধুমাত্র মন্ত্রীত্ব, পদ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য তিপ্রা মথা কোনও জোটে যাবে না। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক পদ বা সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে দলের মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেলে জনজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতীতে বহু জনজাতি নেতৃত্ব তাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছেন। তবে বর্তমানে তিনি এই ঘটনা ঘটতে দেবেন না। তিপ্রা মথার মূল লক্ষ্য জনজাতিদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা। তাই কোন প্রলোভনে পা দিয়ে তিনি জনজাতিদের সঙ্গে বৈষম্য করবেন না বলে জানান এদিন। তিনি বলেন, তিপ্রা মথার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ত্রিপুরার জনজাতি অংশের জনগণের অধিকার, ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাই আগে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এরপরই রাজনৈতিক সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। প্রদ্যোত কিশোরের দাবি, এখনও তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থের তুলনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, মন্ত্রীত্ব, অর্থ কিংবা রাজনৈতিক পদ সাময়িক হতে পারে, কিন্তু মানুষের অধিকার ও ভবিষ্যৎ দীর্ঘস্থায়ী। তাই তার সঙ্গে সমঝোতা করা চলবেনা। এদিকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে সম্ভাব্য নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে প্রদ্যোত কিশোরের এ ধরনের মন্তব্যের ফলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরো তীব্র হয়েছে। এবার শাসক দল বিজেপি কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার।

সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেবে সরকার : বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে রাজ্য সরকার। গ্রাহকদের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম -এর কার্যালয়ে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করার পর সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার মানুষের সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী। বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে গ্রাহকদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে তা দ্রুত সমাধানের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বিদ্যুৎ নিগম এর এমডি বিশ্বজিৎ বসু, এজিএম, ডিজিএম, সিনিয়র ম্যানেজার, রেভিনিউ ম্যানেজার, ডিরেক্টর

ফিনান্সসহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং। রতনলাল নাথ বলেন, বন্যা ও দুর্গাপূজার মতো পরিস্থিতিতেও বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন। কোনও গ্রাহকের অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সম্প্রতি ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুতের ফিক্সড চার্জ, ফুয়েল এন্ড পাওয়ার পারচেজ কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং এনার্জি চার্জ বৃদ্ধি করেছে। তবে এই বৃদ্ধি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে হয়নি, রাজ্য সরকার তা করতেও পারেনা। কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা এবং প্রতি বছর বিভিন্ন চার্জ পরিবর্তনের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য বিদ্যুৎ নিগম সরাসরি দায়ী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী পাচারকারীর মৃত্যু, চাঞ্চল্য কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ আগস্ট: কৈলাসহর উত্তরাঞ্চলের মাগুরুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৪৭ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির নাম তারা মিয়া(২৪)। তাঁর পিতার নাম আব্দুল মালিক। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, তিনি বাংলাদেশের দশটেকি এলাকার বাসিন্দা। আজ গভীররাতে পাচারের জন্য সীমান্ত পারাপারের সময় বিএসএফের গুলিতে নিহত হয় ওই যুবক। সূত্রমতে, শনিবার মধ্যরাতের দিকে গৌরনগর আরডি ব্লকের মাগুরুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেড়ার কাছে ১৮৪৫/৬৩-এস নম্বর সীমান্ত স্তম্ভের নিকটবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, সীমান্ত বেড়ার কাছে পাঁচ থেকে ছয়জন বাংলাদেশি যুবকের একটি দলকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ফেন্সিং লাইন এলাকায় প্রায় ৫ থেকে ৬ জন বাংলাদেশি যুবক বিভিন্ন ধরনের পাচার সামগ্রী নিয়ে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করে। কর্তব্যরত জওয়ানরা বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিরা থামেননি এবং সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যাননি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে দুর্ভোগে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন থাকায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনরা। শনিবার বিকেল থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ না থাকায় হাসপাতালের পরিষেবা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গেছে, শনিবার বিকেল প্রায় সাড়ে ৩টা নাগাদ জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি বলে অভিযোগ রোগীর পরিজনদের। তীব্র গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পাশাপাশি তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদেরও চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় হাসপাতালের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসের আগে রাজধানীতে নিরাপত্তায় কড়া নজরদারি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলা শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামলেন আইজি আইনশৃঙ্খলা মানচাক ইপ্পার, আইপিএস। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও রাস্তায় ঘুরে পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শনের পাশাপাশি যানবাহন চলাচলের উপরও নজরদারি চালানো হয়। এদিন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশের পক্ষ থেকে দ্বিচক্রযানের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার

পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও করা হয়। একইসঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানোর অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে আটক করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যু, শোক

আগরতলা, ৯ আগস্ট: জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুই কলেজ পড়ুয়া যুবকের। রবিবার দুপুরে খোয়াই ধলাবিল এলাকার সুইচ গেট সংলগ্ন জলাশয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুই যুবকের নাম মনদীপ পাল ও ভীষ্ম দাস চৌধুরী। জানা গেছে, রবিবার দুপুর নাগাদ পাঁচ বন্ধু মিলে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে খোয়াই ধলাবিলের সুইচ গেট সংলগ্ন এলাকায় যান। সেখানে কিছুক্ষণ আনন্দ করার পর মনদীপ পাল ও ভীষ্ম দাস চৌধুরী জলে নামেন। তবে জলের গভীরতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না বলে জানা যায়। জলে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা গভীর জলে তলিয়ে যান। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সঙ্গে থাকা অন্য বন্ধুরা চিৎকার শুরু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

09-08-2026, 23:54

জাগরণ আগরতলা ১০ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৪ শ্রাবণ, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আদিবাসী দিবসের ভাবনা

প্রতি বছর ৯ আগস্ট বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস বা বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত হয়। ১৯৮২ সালের এই দিনে জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় প্রথম ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা করিয়াছিল। ভারতে বসবাসকারী প্রায় ১০ কোটির বেশি আদিবাসীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা, নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার সচেতনতা তৈরিতে দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের অন্যতম মূল কারণ হইলো ভূমি, বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আদিবাসীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।ভাষ ও সংস্কৃতি রক্ষা। বিপন্ন প্রথা, ঐতিহ্য, লোকশিল্প ও মাতৃভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো।শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মূলধারার অর্থনীতিতে পিছাইয়া থাকা উপজাতি সম্প্রদায়ের সুযোগ বাড়ানো।দিবসের তাৎপর্য পরিবেশ রক্ষা: জল, জঙ্গল ও প্রকৃতির প্রতি আদিবাসীদের নিবিড় ভালোবাসা বিশ্বকে টেকসই জীবনযাত্রার দিশা দেখায়।বনজ ঔষধ ও প্রথাগত জ্ঞান সংরক্ষণে তাহাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৃতাত্ত্বিক নৃত্য, গান ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধনে ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ আরও সমৃদ্ধ হয়।ভারতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন কেবল উৎসবের বৃত্তে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া জল-জঙ্গল-জমিনের অধিকার রক্ষা এবং প্রান্তিক জনজাতির মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্তির অঙ্গীকারে পরিণত করিতে হইবে। প্রতি বছর ৯ই আগস্ট বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়। ২০২৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত এই বিশেষ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বা থিম হইলো'আদিবাসী ধাত্রীদের সম্মান জানানো: জীবন এবং সুস্থতা রক্ষা করা'। আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর বাইরে নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভেষজ জ্ঞানের মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের জীবন রক্ষায় আদিবাসী ধাত্রীদের যে নীরব অবদান, তাহাকেই এইবার বৈশ্বিক স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এই থিমটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন এখনও তাহাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ব্যবস্থার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।ভারতে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ শতাংশ মানুষ তফসিলি উপজাতি ভুক্ত। দেশের এই বিশাল আদিবাসী সমাজ ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের মূল ভিত্তি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক সময়ে দাঁড়াইয়াও তাঁহাদের অধিকারের লড়াই ফুরাইয়া যায়নি। অরণ্য অধিকার আইন থাকা সত্ত্বেও কর্পোরেট আগ্রাসন, শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের আদিম বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের মতো ঘটনা ঘটিতেছে। ফলে জল, জঙ্গল ও জমির ওপর তাঁহাদের চিরাচরিত অধিকার আজ বড়সড় সংকটের মুখে।এই বিশেষ দিনে ভারত সরকারের ' ডিপার্টমেন্ট অফ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সহ বিভিন্ন স্তরে আদিবাসীদের সুযোগ-সুবিধা এবং অন্তর্ভুক্তি নিয়া একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হইতেছে। তবে কেবল একদিনের আনুষ্ঠানিকতা বা উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। অরণ্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বিশ্ব আজ যে দিশা খুঁজিতেছে, আদিবাসীদের প্রকৃতি-বান্ধব জীবনশৈলীর মধ্যেই তাহার প্রকৃত সমাধান লুকাইয়া রহিয়াছে।ভারতকে যদি প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগোতে হয়, তবে আদিবাসী সমাজকে তাঁহাদের নিজেদের অধিকার ও স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। তাঁহাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যার মতো প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতিকে মূল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমান্তরালে স্বীকৃতি দেওয়া এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে সমতা নিশ্চিত করাই হোক এবারের আদিবাসী দিবসের মূল লক্ষ্য। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হইলো জল, জঙ্গল ও জমির ওপর তাঁহাদের মৌলিক অধিকার, অনন্য সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করা।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সিধু-কানহু, বিরসা মুন্ডা, টিলকা মাঝি, তান্তিয়া ভিলের মতো আদিবাসী বিপ্লবীদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁহাদের এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা এই দিনটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।বছরের পর বছর ধরিয়া শিল্পায়ন, খনি খনন এবং বনায়নের নামে আদিবাসীরা নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং শোষণের শিকার হইতেছেন। এই দিনটি তাঁহাদের সাংবিধানিক অধিকার যেমন- পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল, পেসা আইন, বনাধিকার আইন ২০০৬ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে সাহায্য করে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুগে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে থাকিবার জীবনদর্শন বিশ্বকে পরিবেশ রক্ষার পথ দেখায়। তাঁহাদের এই টেকসই জীবনযাত্রাকে সম্মান জানানো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতে এই দিবসটি পালনের সার্থকতাকে দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যাইতে পারে। এই দিনে দেশজুড়িয়া আদিবাসী সংস্কৃতির প্রদর্শনী, ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। এর ফলে মূলধারার সমাজের কাছে তাঁহাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় তুলিয়া ধরা সম্ভব হইতেছে এবং নতুন প্রজন্মের আদিবাসী যুবকদের মধ্যে নিজেদের পরিচয় নিয়া গর্ববোধ তৈরি হইতেছে।আদিবাসী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো প্রায়শই আদিবাসী কল্যাণে নতুন প্রকল্প, স্কলারশিপ বা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ঘোষণা করে। ভারতে আদিবাসী দিবস পালনের সার্থকতা তখনই পূর্ণতা পাইবে, যখন এটি কেবল একদিনের উদযাপনে আটকিয়া না থাকিয়া আদিবাসীদের সার্বিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং তাঁহাদের সাংবিধানিক অধিকারের প্রকৃত বাস্তবায়নে রূপ নেবে। উৎসবের পাশাপাশি তাঁহাদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে মূলধারার সমাজের সহমর্মী অংশগ্রহণই এই দিবসের প্রকৃত সার্থকতা আনিয়া দিতে পারে।

ভারতের প্রথম "ডিজিটাল" আদমশুমারি নিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর

ময়ূরী সোম

ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে আদমশুমারির কাজ পরিচালিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলতি বছরের পহেলা অগাস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ্যজুড়ে শুরু হলো জনগণনার কাজ।

পহেলা অগাস্ট থেকে অগাস্ট মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে জনগণনার গৃহ-গণনা (হাউসলিস্টিং) পর্যায়ের সেল্ফ এনুমারেশন বা স্ব-শুমারি প্রক্রিয়া। অনলাইনে মানুষ তাদের বাড়ি ও আবাসন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার খুঁটিনাটি তথ্য জমা দিতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শনিবার জানান, 'এবারের সেন্সাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানি। ১০০ শতাংশ ডিজিটাল সেনসাস হচ্ছে। আর তার সাথে সাথে সেলফ এনুমারেশন অর্থাৎ স্ব-গণনাও প্রথমবারের মতো হচ্ছে। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজে করলাম। আমি গোটা রাজ্যের জনগণকে এই সেন্সাস কর্মীদের সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করছি।'

ভারতের ১৬তম আদমশুমারি নিয়ে তিনি আরো জানান, পশ্চিমবঙ্গে চলতি বছরের পহেলা অগাস্ট থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত se.census.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিবারের তথ্য অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে। 'এই তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয়, আইনগত ভাবে সুরক্ষিত। শুধুমাত্র পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। এই ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহার করার সুযোগ এ ক্ষেত্রে নেই।'

পশ্চিমবঙ্গে স্ব-শুমারির কাজ শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআরের কয়েক মাস পরেই। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই জনশুমারি পরিচালনা করছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্যের মানুষকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তার বা তার পিতামাতার নাম চিহ্নিত করে, অথবা নাগরিকত্ব প্রমাণ করার মাধ্যমে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের ভোটাধিকার প্রমাণ করতে হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় অন্তত ৯০ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যের মানুষ বৈধ ভোটার হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে গিয়ে যে মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আদমশুমারির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, যদিও এই দুটির পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা।

আদমশুমারি নিয়ে মানুষের উদ্বেগ? দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বসবাসকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বিবিসিকে নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলছেন,'জনগণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এই রাজ্যে একজন নাগরিক হিসেবে সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বারবার ফর্ম জমা দেওয়া আর নথিপত্র জোগাড় করা ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে। এসআইআরের কারণে আমাদের সকলের মনের মধ্যে নথি সংক্রান্ত অ্যাংজাইটি ঢুকে গেছে।' মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের একজন স্কুল শিক্ষক, আখতার আলি, এসআইআরে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিলেন। এখনো নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার আবেদন ট্রাইবুনালে বিবেচনাধীন। ভোটাধিকার হারানো সত্ত্বেও তাকে সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দানের দিন পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। বিবিসিকে তিনি বলছেন, একজন "ডিলিটেড" ভোটার হিসেবে তাকে জনগণনায় স্বীকার করা হবে কি না, তা তিনি নিশ্চিত করতে পারছেন না।

'আমাদের পরিবার বংশসূত্রে একাধিক প্রজন্ম ধরে ভারতের নাগরিক। অনৈতিক ভাবে বাদ যাওয়া ভোটাররা, একটি বড়ো ষড়যন্ত্রের শিকার। সেন্সাসে কি হবে আমি জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধানের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' রাজ্যের একটি সরকারি স্কুলে ইংরেজির শিক্ষিকা মধুমিতা মণ্ডল এসআইআরের সময়ে বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বিএলওর কাজ করেছিলেন।

বিবিসিকে তিনি বলছেন, "পর পর এসআইআরের কাজ, নির্বাচন পরিচালনা করার কাজ, এবং এখন জনগণনার কাজের সিংহভাগ সরকারি শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর এলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 'বার বার এই রকম কাজে টিচারদেরনিলে সব থেকে বেশি ভুগবে ছাত্র ছাত্রীরা।"

এখনো পর্যন্ত তার স্কুলে আদমশুমারির কাজের কোনো বিজ্ঞপ্তি বা চিঠি আসেনি। কিন্তু তিনি বলছেন, অন্যান্য জেলায় তার কয়েকজন সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। '২০১১ সালের জনগণনাতে আমি গণনাকারী কর্মকর্তার কাজ করেছিলাম। তখন স্কুল থেকে একটু ছাড় পাওয়া যেত। এই বার হয়তো সেটা হবে না। এসআইআরেও আমাদের সারাদিন স্কুল করে তারপর বাড়ি বাড়ি যেতে হয়েছে এসআইআরের কাজে। একজন নারী হয়ে এই রকম কাজ সত্যিই আমাদের খুব সমস্যায় ফেলে। সারাদিন বাইরে থাকলে, সংসারের কাজ, রান্নাবান্না, সন্তানের দেখা শোনা কে করবে?' মিজ. মণ্ডল বলছেন, ২০১১ সালে জনগণনায় তার দায়িত্ব পড়েছিল ভাঙড়ের কাছে একটি গ্রামে। সকালে যেতাম, রাত্রে বাড়ি ফিরতাম। একবার গেলে কাউকে পাওয়া যেত না। সবাই সংসার চালানোর জন্য কোনো না কোনো কাজ করেন। সারাদিন বাড়িতে কাউকে পাওয়া যেত না। দুই তিন বার করে যেতে হতো এক একটা বাড়িতে। একজনের বাড়িতে প্রায় ৪০টি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর নোট ডাউন করতে হতো। বাড়িতে কজন সদস্য আছে, সেই তথ্য থেকে শুরু করে, রেডিও আছে কি না, গরু বাছুর আছে কি না, সব রকম তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হতো। এই কাজটি বেশ সময়সাপেক্ষ।'

তার মতে, ডিজিটাল সেন্সাসে তাদের কাজ আরো বাড়বে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, একজন নাগরিক আগেই অনলাইনে তার স্ব-শুমারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও, গণনাকারী কর্মকর্তাদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া বাধ্যতামূলক। 'আগের বারের মতন এই বারও বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। তার উপর, তথ্য সংগ্রহ করে সেটি আপলোডও করতে হবে। দেখতে গেলে, ডিজিটাল সেন্সাসে গণনাকারীদের কাজ বেশি আগের থেকে।'

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের সময়ে বুথ লেভেল অফিসারদের একাংশ প্রতিবাদ করেছিলেন অনলাইন এসাইয়ারের ফর্ম আপলোড করার বিরুদ্ধে। তাদের দাবি ছিল, আলাদা করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিযুক্ত করা হোক। স্কুলে পড়ানোর কাজ শেষ করে, সারাদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের ফর্ম সংগ্রহ করে, তারপর ফর্মগুলি অনলাইন পোর্টালে আপলোড করতে তাদের সারা রাত কেটে যাচ্ছিল বলে তাদের অভিযোগ। মিজ. মণ্ডলের মতে, জনগণনার কাজের ভার যদি পুরোপুরি শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিতে হয় স্কুলের কাজের পাশাপাশি, তাহলে পুনরায় আন্দোলন হতে পারে।

আদমশুমারি বা জনগণনার উদ্দেশ্য হলো জনসংখ্যার একটি আনুষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত গণনা এবং বয়স, লিঙ্গ, পেশা, আবাসন, কর্মসংস্থানের মতো খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়। পাশাপাশি যেকোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

জনগণনা ডিরেক্টরেটের তথ্য অনুযায়ী, আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন অর্থাৎ নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক আসনের সংখ্যা পরিমার্জনাও করা হয়। বর্তমানে ভারতে প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে।

এই প্রতিবেদনে এই চলতি আদমশুমারি সংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর : স্ব-শুমারিতে কী কী নথি জমা দিতে হবে? 'ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই জনশুমারি নিয়ে যে ওয়েবসাইট তৈরি করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, অনলাইন স্ব-শুমারি প্রক্রিয়ায় কোন নথি বা পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে না।'

সেখানে বলা হয়েছে, কিন্তু, অনলাইনে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিভিন্ন স্তরে মোবাইল নম্বরে পাঠানো ওয়ান- টাইম- পাসওয়ার্ড অর্থাৎ ওটিপি জমা দিতে হবে। অর্থাৎ স্ব-গণনার সময় একটি সচল মোবাইল নম্বর এবং ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হবে। প্রথম ধাপে একজন নাগরিককে একটি অনলাইন ম্যাপে তার বাড়িটি খুঁজে বের করতে হবে এবং তার জিওলোকেশন নিশ্চিত করতে হবে। এই ম্যাপ ধরেই সরকারি কর্মকর্তারা একজন নাগরিকের বাড়ি যাবেন গণনার কাজ সম্পূর্ণ করতে। জনগণনার ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, যারা কোনো ইনস্টিটিউশনে বসবাস করছেন বা গৃহহীন, তারা অনলাইন স্ব-শুমারিতে অংশ নিতে পারবেন না। স্ব-শুমারি করা থাকলে জনগণনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মচারীদের সশরীরে যাচাইকরণের কাজটি আরো তাড়াতাড়ি এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে, এমনটাই জানা যাচ্ছে সরকারি তথ্যসূত্রে। গণনাকারীকে কোনো নথিপত্র দেখাতে হবে?

না। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গণনাকারী আপনার দেওয়া সমস্ত তথ্য লিখে নেবেন। জনগণনার ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, আলাদা করে কোনো প্রমাণপত্র দেখানোর প্রয়োজন নেই। তবে, গণনাকারীকে অবশ্যই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করতে হবে। স্ব-শুমারিতে কী তথ্য দিতে হবে? জনশুমারির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আদমশুমারির প্রথম পর্যায়ে স্ব-গণনা প্রক্রিয়ায় প্রধানত আবাসন এবং সেই সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন বাড়ির নির্মাণের ধরন (মাটির বাড়ি, পাকা বাড়ি ইত্যাদি), বাড়ির মালিকানা (নিজস্ব না ভাড়া নেওয়া), শৌচাগার, রান্নাঘর, রান্নার জ্বালানি, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, টেলিযোগাযোগের সুবিধা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই তথ্য নেওয়া হচ্ছে একজন গৃহ-কর্তা বা কর্তীর নামে।

অনলাইনে এই তথ্য জমা দেওয়া হয়ে গেলে ইংরেজির "এইচ" (ছ) অক্ষর দিয়ে শুরু একটি ১১ অক্ষরের স্ব-শুমারি আইডি (এসি আইডি) স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। সেটি ইমেইল এবং এসএমএসেও পাঠানো হবে। এই নম্বরটি যত্নসহকারে রাখতে হবে। জনগণনার কর্মকর্তা বাড়িতে এলে তাকে এই নম্বরটি দিতে হবে। যদি অনলাইন স্ব-শুমারির মাধ্যমে আগেই এই তথ্য জমা দেওয়া থাকে, তবে যাচাইকরণের জন্য জনগণনা কর্মকর্তাকে "এসই আইডি" জানাতে হবে। গণকারী কর্মকর্তা আরও কিছু তথ্য, যেমন বাড়ির নম্বর, গৃহের ব্যবহারের ধরণ ইত্যাদি সংযুক্ত করবেন। তথ্যাদি যাচাই করার পর তিনি চূড়ান্তভাবে সেই তথ্য আপলোড করবেন। স্ব-শুমারি আইডি হারিয়ে গেলে কী হবে? এসি আইডি হারিয়ে ফেললে আপনার নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে স্ব-শুমারির পোর্টালের মাধ্যমে এই এসি আইডি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এছাড়া, গণনাকারী যখন বাড়িতে আসবেন, তখনও তার সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। এমনটাই বলা হয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিচালিত জনশুনানির ওয়েবসাইটে। জনগণনা কর্মকর্তাকে যদি সঠিক এসি ইডি না দেওয়া হয়, তবে তিনি ব্যক্তির পরিবার এবং আবাসন সংক্রান্ত সব প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করবেন। স্ব-শুমারির পর তথ্য সংশোধন করা যাবে?

অনলাইন পোর্টালে তথ্য প্রদানের অগ্রগতি "ড্রাফট" হিসেবে "সেভ" করে রাখার সুবিধা রয়েছে। নির্দিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই ফর্মটি ভরে জমা দিতে হবে।

এ সংক্রান্ত সরকারি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ফর্মটি চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়া পর্যন্ত অথবা আপনার রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্ব-শুমারির শেষ দিন পর্যন্ত তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা যেতে পারে। ফর্ম জমা দেওয়ার পর কিংবা স্ব-শুমারির সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে, শুধুমাত্র বাড়ি যাচাইকরণের সময় ফর্মে গণনাকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করতে পারবেন। অনলাইন স্ব-শুমারির সময় কীভাবে বাড়ির সঠিক স্থান চিহ্নিত করতে হবে? ভারতের সরকারের এ সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এ জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে জেলার নাম বেছে নিতে হবে এবং সঠিক পিন কোড লিখতে হবে।

এরপর গ্রাম, এলাকা, রাস্তা বা নিকটবর্তী কোনো উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে "সার্চ" বোতামে ক্লিক করলে এলাকার ম্যাপটি লোড হবে। ম্যাপে আলাদা আলাদা বাড়ি যতক্ষণ না পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ জুম-ইন করতে হবে। নিজের বাড়ি চিনতে পারলে ম্যাপের মার্কারটি ঠিক সেই বাড়ির ওপর এনে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে রাস্তার নিকটবর্তী ল্যান্ডমার্কগুলোর সাথে মিল আছে কি না, তাও নিশ্চিত করা যেতে পারে। মার্কারটি নিশ্চিত করার সময় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই একজন গণনাকারী অফিসার নিযুক্ত করা হবে। মার্কারটি ভুল স্থানে স্থাপন করলে গণনাকারীর মোবাইল অ্যাপে আপনার পরিবারের তথ্য পাওয়া না-ও যেতে পারে।

সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ভারতে প্রবেশ, মধুপুরে আটক বাংলাদেশের দুই মহিলা

আগরতলা, ৯ আগস্ট: সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশের দুই মহিলাকে আটক করেছে মধুপুর থানার পুলিশ। রবিবার মধুপুর থানার কৈয়াঢেপা সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক দুই মহিলার নাম শাকিলা খানুন ও সোনিয়া সুলতানা। শাকিলা খানুনের বয়স ৩১ বছর। তাঁর স্বামীর নাম আরশাদ শেখ। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার সারুরিয়া এলাকায়। অপর মহিলা সোনিয়া সুলতানা বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কালিয়া থানার ফুলধর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্বামীর নাম আসলাম মোল্লা। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে একটি দালাল চক্রের মাধ্যমে তাঁরা ভারতে আসেন। কৈয়াঢেপা সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ভারতে প্রবেশের পর তাঁদের চেন্নাই যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেখানে বিভিন্ন হোটেলে কাজ করে উপার্জনের উদ্দেশ্যেই তাঁরা ভারতে এসেছিলেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন। পুলিশের দাবি, সীমান্ত এলাকায় তাঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়লে তাঁদের আটক করে মধুপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশের বিষয়টি সামনে আসে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। দুই মহিলারই পরিবার ও সন্তান রয়েছে। তাঁদের দাবি, কাজ করে উপার্জন করে পরিবারের কাছে অর্থ পাঠানোর উদ্দেশ্যেই দালাল চক্রের মাধ্যমে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। বাংলাদেশে কাজের সুযোগ থাকলেও কাজের তুলনায় উপযুক্ত মজুরি না পাওয়ার কারণেই তাঁরা ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেন বলেও জিজ্ঞাসাবাদে জানান। পুলিশ জানিয়েছে, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। রবিবার দুপুর প্রায় তিনটা নাগাদ মধুপুর থানার পুলিশ আটক দুই মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করে। ঘটনার সঙ্গে কোনও দালাল চক্র জড়িত রয়েছে কি না এবং সীমান্ত পারাপারের এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতিয়ার যেখানে ফুটবল

অনুপম পাল

সন্ধ্যা নামতেই আলোয় ভেসে উঠেছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠ। চারদিকে অন্ধকার, অথচ ফ্লাডলাইটের আলোয় ঝলমল করছে কাদা-মাটির ফুটবল মাঠ। নেই গ্যালারি, আধুনিক স্টেডিয়াম কিংবা আর্টিফিশিয়াল টার্ফ। তবুও দর্শকের ভিড়ে ঠাসা চারপাশ। মাঠে তখন ছুটে চলেছেন একদল তরুণ কারও চোখে জয়ের স্বপ্ন, কারোর পায়ে গোলের তাগিদ। তবে এই ম্যাচের আসল লড়াইটা হয়তো স্কোরবোর্ডে লেখা নেই। কারণ এখানে প্রতিটি গোল যেন নেশার বিরুদ্ধে একেকটি বার্তা। দক্ষিণ ত্রিপুরার ঋষ্যমুখ ব্লকের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ মতাই গ্রামের এই ছবি এখন ত্রিপুরার নেশামুক্তির লড়াইয়ের এক উদাহরণ হয়ে উঠছে।

ফুটবলকে হাতিয়ার করে যুবসমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখার এই উদ্যোগের নাম "দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশামুক্ত ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ ও মাড ফুটবল লিগ"। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের নেশামুক্তি অভিযানের অন্যতম বিশেষ উদ্যোগ এটি। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার "নেশামুক্ত ত্রিপুরা" গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২৩ সালে এই উদ্যোগের পথচলা শুরু হয়। উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট বিশেষ করে সীমান্তবর্তী ও দুর্গম এলাকার যুবক-যুবতীদের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করা, তাদের প্রতিভার বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া এবং একইসঙ্গে নেশার অন্ধকার থেকে দূরে রাখা। নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ, বি এস এফ, আসাম রাইফেলস, টিএসআর-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযান চলছে। পাশাপাশি প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরেও রাজ্যজুড়ে চলছে বহুমুখীজনসচেনতা ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ। দক্ষিণ ত্রিপুরার সেই লড়াই এবার নতুন মাত্রা পেয়েছে ফুটবলের হাত ধরে। গত ৩১ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশামুক্ত প্রিমিয়ার লিগ ৪.০-এর সূচনার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশামুক্ত মাড ফুটবল টুর্নামেন্ট ২.-এর ফাইনাল। ২৭ থেকে ৩১ জুলাই দক্ষিণ মতাই গ্রামে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় মোট ২৬টি দল। তবে সব দলের মধ্যে একটি দলের গল্প ছিল অন্যরকম "রিহ্যাব টিম"। দলের কয়েকজন খেলোয়াড় একসময় মাদকের আসক্তির সঙ্গে লড়াই করেছেন। আজ তারাই ফিরে এসেছেন ফুটবল মাঠে। তাদের হাতে এখন নেশার সামগ্রী নয়, ফুটবল। সামনে অন্ধকার নয়, নতুন জীবনের স্বপ্ন। তাই তাদের কাছে এই টুর্নামেন্ট শুধুই প্রতিযোগিতা নয়, নিজেদের ফিরে পাওয়ারও এক লড়াই।

ফাইনালে মুখোমুখি হয় জোলাইবাড়ি সেভেন স্টার ও বকাফা বাস্টার। কাদা মাটির মাঠে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের শেষে চ্যাম্পিয়ান হয় জোলাইবাড়ি সেভেন স্টার। তবে সেদিন ম্যাচের ফলাফল যেন গৌণ হয়ে গিয়েছিল। সীমান্তের ছোট এই গ্রামে ফুটবলকে ঘিরে তৈরি হওয়া উন্মাদনাই হয়ে উঠেছিল বড় আকর্ষণ। ফ্লাডলাইটের আলোয় মাটির মাঠ, চারপাশে হাজারো দর্শকের ভিড়, আক্রমণ ও প্রতি আক্রমনে গোলের সঙ্গে উচ্ছ্বাস-সব মিলিয়ে দক্ষিণ মতাইয়ের রাতটি পরিণত হয়েছিল এক অন্যরকম উৎসবে। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি যুবসমাজকে মাদক ও নেশার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী গ্রাম ও বিভিন্ন মিশ্র জনবসতি এলাকার যুবসমাজের মধ্যে সুস্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে তৃণমূল স্তরে খেলাধুলার প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এই উদ্যোগ যে শুধু একটি টুর্নামেন্টে সীমাবদ্ধ থাকছে না, তার ইঙ্গিতও মিলেছে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি-এর বক্তব্যে। তিনি জানান, নেশার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করতে আগামী দিনে সারা বছর ব্যাপী একটি সুনির্দিষ্ট ফুটবল লিগ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই ফুটবল ম্যাচের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে একাধিক ভিডিও পেয়েছে বিপুল ভিউ বা প্রশংসা। সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রামের তরুণদের এই প্রিয় ফুটবল খেলা পৌঁছে গেছে বহু মানুষের কাছে। আর এখানেই এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় সফলতা যে যুবকটি হয়তো একসময় সমাজে নেশাগ্রস্ত হিসেবে পরিচিত ছিল আজ মানুষ তাকে দেখছেন একজন খেলোয়াড় হিসেবে। যে গ্রামকে হয়তো আগে অনেকেই চিনতো না, সেই গ্রামের নাম এখন ফুটবলের মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে বহু মানুষের কাছে। প্রশাসনের লক্ষ্য শুধু খেলোয়াড় তৈরি করা নয়, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার তরুণ-তরুণীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে, খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং নেশার কু-ফল থেকে দূরে থাকবে। দক্ষিণ মতাইয়ের এই মাড ফুটবল তাই কেবল একটি খেলার উদাহরণ নয়। এটি পরিবর্তনের গল্প, নিজেকে চেনার গল্প, ফিরে আসার গল্প, নতুন স্বপ্ন দেখার গল্প। আর সেই গল্পে প্রতিটি গোল যেন একটাই কথা বলে- "নেশার বিরুদ্ধে লড়াই, সীমান্তের মাঠে ফুটবলের জয়"। আসলে ফুটবলসহ অন্যান্য খেলাধুলা আজ নেশার বিরুদ্ধে নতুন আলোকের সন্ধান দিয়েছে। নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা রাজ্যের যুবক-যুবতীকে আজ জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার রসদ জুগিয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

9-08-26.pmd 1 09-08-2026, 23:47

রেশন ব্যবস্থায় অনিয়ম ও পচা ডাল সরবরাহের অভিযোগ, খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

আগরতলা, ৯ আগস্ট: কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল, সরকারি সম্পদ লুট, খাদ্যসামগ্রী আত্মসাৎ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। কিন্তু এসব ঘটনা ঘটার সময় ক্ষমতাসীনদের দৃশ্যমান তৎপরতা দেখা যায় না বলে অভিযোগ তুলল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের দাবি, ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার কিংবা তদন্ত কমিটি গঠন করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের পদক্ষেপ লোক দেখানো বলে অভিযোগ কংগ্রেসের।প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, ক্ষমতাবানদের নাকের ডগায় দিনের পর দিন এত গুরুতর অনিয়ম কীভাবে ঘটে চলেছে, তার জবাব সরকারকে দিতে হবে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে কিংবা তদন্ত কমিটি গঠন করে দায় এড়ানোর চেষ্টা না করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মূল কারণ খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছে তারা।

এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি বক্তব্যের উল্লেখ করেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সেই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

সম্প্রতি আগরতলার একটি রেশন দোকানে খাদ্য দপ্তর থেকে সরবরাহ করা ডালের বস্তা খোলার পর তাতে ছত্রাক ও পচন ধরার অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রশ্ন, যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কীভাবে মানুষের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী রেশন দোকানে পৌঁছল? মানুষের খাওয়ার তো দূরের কথা, পশুরও খাওয়ার অনুপযুক্ত খাদ্য কীভাবে সরকারি রেশন ব্যবস্থায় পৌঁছায়, তা নিয়ে খাদ্য দপ্তরের কাছে জবাব চেয়েছে তারা।

কংগ্রেসের অভিযোগ, ত্রিপুরায় রেশনিং ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে নিয়মিতভাবে চাল, গম, চিনি ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে না। রেশন ব্যবস্থায় তেল, মসলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিসহ ব্যাগে তেল ও মসলাপাতি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এবং প্রতি তিন মাস অন্তর এই ধরনের সামগ্রী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে।

মসলাপাতি সরবরাহের জন্য দরপত্র নিয়েও আগে প্রশ্ন তুলেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, সর্বনিম্ন দরদাতার উল্লেখ করা জিরার মূল্য বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে কম ছিল। বরাত পাওয়ার পর বাস্তবে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। রেশন ডিলারদের দাবি, ২০০ গ্রাম জিরার প্যাকেট একবার পাওয়ার পর আর নিয়মিতভাবে জিরা সরবরাহ করা হয়নি। তেলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, খাদ্য দপ্তরের গোডাউন থেকে চাল লুট, রেশন সামগ্রী সরবরাহে অনিয়ম, নিম্নমানের চাল এবং অনিয়মিত সরবরাহের মতো একাধিক অভিযোগ ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে খাদ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

রেশন দোকানে সময়মতো চাল, গম ও চিনি না পৌঁছনোর কারণে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে খোলা বাজার থেকে বেশি দামে খাদ্যসামগ্রী কিনছেন বলেও দাবি করেছে কংগ্রেস। অধিকাংশ রেশন দোকানে নিম্নমানের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও ডিলারদের একাংশের অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, রেশন ডিলাররা দীর্ঘদিন ধরে কমিশন বৃদ্ধি এবং আগের মতো সরাসরি খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঠিকাদারনির্ভর করে দেওয়ায় ডিলার ও সাধারণ মানুষ উভয়েই সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হলো রেশন দোকানে চিনি সরবরাহ বন্ধ থাকা। কার্ডপিছু প্রতি মাসে এক কেজি চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও গত দুই থেকে তিন মাস ধরে বহু রেশন দোকানে চিনি সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। একই সময়ে খোলা বাজারে চিনির দাম বৃদ্ধির বিষয়টিও সামনে এনে কংগ্রেসের প্রশ্ন, রেশনে চিনি সরবরাহ বন্ধ এবং বাজারে চিনির দাম বৃদ্ধির মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, খাদ্য দপ্তরকে অবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে। খাদ্যসামগ্রীর গুণমান নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। পচা, নিম্নমানের বা মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী রেশন ব্যবস্থায় পৌঁছানোর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে তারা। কংগ্রেসের বক্তব্য, 'জলে ভিজে গেছে' কিংবা 'বিষয়টি জানা ছিল না'-এর মতো অজুহাত দেখিয়ে দায়িত্বশীলরা দায় এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত এই ব্যবস্থায় কোনও ধরনের গাফিলতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা উচিত নয় বলেই দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের।

সোনামুড়া ট্রাফিক পয়েন্টে বেহাল রাস্তা, নিম্নমানের কাজের অভিযোগ, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

সোনামুড়া, ৯ আগস্ট: নির্মাণের কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয় সড়কের বেহাল দশা ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সোনামুড়ায়। সোনামুড়া ট্রাফিক পয়েন্ট সংলগ্ন জাতীয় সড়কের মাঝখানে একাধিক বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তার এমন পরিস্থিতিতে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি নতুন করে নির্মাণের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন অংশে গর্ত দেখা দিয়েছে। বর্তমানে গর্তগুলি ক্রমশ বড় আকার ধারণ করায় যান চলাচলও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গর্ত এড়িয়ে চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে গাড়িগুলির মধ্যে সংঘর্ষের উপক্রম হচ্ছে।

রাস্তার বেহাল দশার কারণে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন যানচালক থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীরা। বর্ষাকালে গর্তে জল জমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। দূর থেকে গর্তের গভীরতা বোঝা না যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। শুধু জাতীয় সড়ক নয়, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সড়কের অবস্থাও দীর্ঘদিন ধরে শোচনীয় বলে অভিযোগ। হাসপাতাল রোড, ঠাকুরমুড়া সড়কসহ একাধিক রাস্তা বর্তমানে খানাখন্দে ভরে গেছে। বর্ষার জলে সেইসব গর্তে জল জমে যাতায়াতে আরও সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও কাজের মান নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল। নির্মাণের কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন অংশে গর্ত তৈরি হওয়ায় সেই অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে রাস্তার গুণমান পরীক্ষা করুক এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করুক। একইসঙ্গে জাতীয় সড়কসহ নগর পঞ্চায়েত এলাকার বেহাল রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামত করে দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

অভয়নগরে ১৫০ জন মহিলার হাতে সেলাই মেশিন

আগরতলা, ৯ আগস্ট: মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে অভয়নগরে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভয়নগর স্পোর্টস অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং টিএনজিসিএল-এর যৌথ উদ্যোগে অভয়নগরস্থিত হিন্দি উচ্চতর বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার ১৫০ জন মহিলার হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য মহিলাদের নিজস্ব কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং তাঁদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। সেলাই মেশিনের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই কাজ করে উপার্জনের সুযোগ পাবেন উপভোক্তারা। এর ফলে তাঁরা পরিবারের আর্থিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, এলাকার বিজিত প্রার্থী তথা সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার সমাজসেবী পাপিয়া দত্তের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পাপিয়া দত্ত এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন। সুখে-দুঃখে এবং বিপদের সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন তিনি। মেয়র আরও বলেন, মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নয়নে কাজ করার ধারাবাহিকতা প্রশংসনীয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগই তাঁকে এলাকার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সাব্রুমে মেগা রক্তদান শিবির

সাব্রুম, ৯ আগস্ট: সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে সামনে রেখে সাব্রুমে অনুষ্ঠিত হলো মেগা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও চিত্র প্রদর্শনী। শনিবার সাব্রুম প্রেস মিডিয়া ক্লাব এবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাব্রুম মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে সংস্থার বার্ষিক স্মরণিকা 'দক্ষিণী বার্তা'-র আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে।অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় পাল, সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, সাব্রুম মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপ্তনু বিশ্বাস, টিএসআর ১৪ ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্ট নিত্যানন্দ সরকার, টিএসআর ৯ ব্যাটালিয়নের নায়ক সুবেদার পিন্টু দাস, পিএমশ্রী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন বিশ্বাস এবং সমাজসেবী শান্তিপ্রিয় ভৌমিক ও গৌতম ত্রিপুরা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সাংবাদিকরা সাধারণ মানুষ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করেন। সাংবাদিকরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়। সরকারের ভালো কাজ যেমন সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে, তেমনই সরকারের ভুল-ত্রুটিও নির্ভয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরা সাংবাদিকদের দায়িত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেন।স্বেচ্ছা রক্তদান প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সারা দেশে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই তুলনায় নিরাপদ রক্ত সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজলভ্য হয় না। মুমূর্ষু রোগী, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন চিকিৎসাজনিত কারণে রক্তের প্রয়োজন হওয়া রোগীদের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিক সংগঠনের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি আরও বেশি মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্তও গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ না করলে সরকারের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি সাধারণ মানুষের সামনে উঠে আসার সুযোগ কমে যায়। তাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম।পাশাপাশি সাংবাদিকদের উদ্যোগে রক্তদানের মতো মহৎ সামাজিক কর্মসূচি আয়োজনের জন্য তিনি আয়োজকদের প্রশংসা করেন। দীপক দত্ত জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগেও নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আগামী ১২ আগস্ট একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ২০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করে নিয়মিত রক্ত সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দীপক দত্ত স্বীকার করেন, বিভিন্ন সময়ে রক্তের সংকট দেখা দিলেও স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে সেই সংকট মোকাবিলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।এদিনের কর্মসূচিতে নবম শ্রেণি থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংস্থার বার্ষিক স্মরণিকা 'দক্ষিণী বার্তা'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। উপস্থিত অতিথিদের হাতে স্মরণিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্মরণিকায় সাব্রুম মহকুমার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জনজীবনের নানা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এদিনের মেগা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে মোট ১৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সাংবাদিক সংগঠনের এই উদ্যোগকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে প্রশংসা দেখা যায়।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ জেলা কমিটি গঠিত

সাব্রুম, ৯ আগস্ট: ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। শনিবার সাব্রুমের রিভিলুদা বাংলোতে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন জেলা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় পাল এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথের উপস্থিতিতে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রতাপ বণিক।নবগঠিত দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন স্বপন দাস। সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন সজল কান্তি বৈদ্য ও প্রতাপ বণিক। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কেশব দেবনাথ। সহ-সম্পাদক পদে রয়েছেন প্রসেনজিৎ বৈদ্য ও সুকান্ত বসু। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বেশ্বর মজুমদার।এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিশ্বজিৎ, সমীর দেবনাথ, সঞ্জয় মুরাসিং, তপন রায় ও অস্মিতা রায়চৌধুরী।সভায় সাংবাদিকদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ, সাংবাদিকদের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ জেলার সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।নবগঠিত কমিটির সদস্যরা সংগঠনের নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের স্বার্থে কাজ করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবাদিকতার মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।সভায় উপস্থিত রাজ্য নেতৃত্ব নবগঠিত দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও গতিশীল করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

"গাছের কোনো বিকল্প নেই গাছই আমাদের জীবন" বিধায়ক

বক্সনগর, ৯ আগস্ট: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে সোনামুড়া বন সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত বক্সনগর রেঞ্জের উদ্যোগে রহিমপুরে পালিত হলো ৭৭তম বন মহোৎসব-২০২৬। শনিবার সকাল ১১টায় রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয় মহকুমাভিত্তিক এই বন মহোৎসব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপ্না নম, ভাইস চেয়ারপার্সন সেলিনা আক্তার, বক্সনগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিল চন্দ্র দাস, বক্সনগর ব্লকের বিডিও সঞ্জীব কুমার পাল, সোনামুড়া বন মহকুমা আধিকারিক চন্দন সরকার,বক্সনগর রেঞ্জ অফিসার শেখর লোধ, রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলেয়া খাতুন-সহ বন দপ্তর, প্রশাসনের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বন মহোৎসব উপলক্ষে রহিমপুর স্কুল, বাজার সংলগ্ন এলাকা এবং আশপাশের বিভিন্ন স্থানে অতিথি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। শুধু চারা রোপণ নয়, রোপণ করা প্রতিটি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বলেন, "গাছের কোনো বিকল্প নেই, গাছই আমাদের জীবন।" পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, গাছ শুধু আমাদের অক্সিজেন দেয় না, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, মাটির ক্ষয় রোধ, বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তিনি আরও বলেন, "শুধু বন মহোৎসবের দিনে গাছ লাগালেই হবে না, লাগানো প্রতিটি চারাকে বড় করে তোলার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে।" বেঁচে থাকার জন্য গাছ, জল ও আলোর গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বেশি করে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি অপ্রয়োজনে গাছ কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে আরও বেশি করে যুক্ত করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন বিধায়ক।বন মহকুমা আধিকারিক চন্দন সরকার বলেন, বন ও পরিবেশ রক্ষায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিটি পরিবার যদি নিজেদের বাড়ির আশপাশে অন্তত একটি করে গাছ লাগিয়ে তার নিয়মিত পরিচর্যা করে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই এলাকার পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

বিএসএফের 'স্পন্দন' ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন উত্তর ত্রিপুরা জেলা

আগরতলা, ৯ আগস্ট: সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)-এর রাজ্যভিত্তিক মর্যাদাপূর্ণ 'স্পন্দন' ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল উত্তর ত্রিপুরা জেলা ফুটবল দল। বেলোনিয়ায় আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে পুরো প্রতিযোগিতাজুড়ে দুর্দান্ত ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নিজেদের দখলে নিয়েছে উত্তর ত্রিপুরার ফুটবলাররা। এই সাফল্যের পর সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরা জেলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় এবং কোচের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়দের অসামান্য নিবেদন, দলগত শৃঙ্খলা এবং কোচের দক্ষ দিকনির্দেশনাই দলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। জেলা দলের এই সাফল্যে ফুটবলারদের কঠোর পরিশ্রম, প্রতিভা ও অদম্য মানসিকতার প্রশংসা করা হয়েছে। আজ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড় ও কোচকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়।

'এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে কোনও আলোচনা চলছে না': ইরানের বিদেশমন্ত্রী

তেহরান, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের কোনও আলোচনা চলছে না বলে রবিবার জানালেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি। তবে মধ্যস্থতাকারীরা দুই দেশের মধ্যে ফের আলোচনা শুরুর পথ খুঁজতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

ইরানের বিদেশমন্ত্রকের সেন্টার ফর পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আরাঘচি এই মন্তব্য করেন। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই খবর জানিয়েছে।

আরাঘচি বলেন, "এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের কোনও আলোচনা চলছে না। মধ্যস্থতাকারীরা এখনও আলোচনা পুনরায় শুরু করার পথ খুঁজতে চেষ্টা করছেন। আমাদের দৃষ্টিতে, আমেরিকা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) লঙ্ঘন করা বন্ধ না করা এবং যে সমস্ত লঙ্ঘন করেছে তার প্রতিকার না করা পর্যন্ত আলোচনা পুনরায় শুরু করার কোনও সুযোগ নেই।"

তিনি আরও বলেন, এমওইউ-র শর্ত লঙ্ঘন বন্ধ করা এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে সেই লঙ্ঘনের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের মতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা পুনরায় শুরু করা সম্ভব নয়।

এদিকে হরমুজ প্রণালিতে নতুন একটি সমুদ্রপথ নির্ধারণের বিষয়ে ওমানের সঙ্গে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলেও জানান ইরানের বিদেশমন্ত্রী। পুরনো সমুদ্রপথের পরিবর্তে নতুন পথ নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন বলে তিনি জানান।

তবে নতুন সমুদ্রপথ নিয়ে চুক্তি হওয়া মানেই হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া নয় বলে স্পষ্ট করেন আরাঘচি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে চুক্তি হতে পারে, কিন্তু হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া একাধিক শর্তের উপর নির্ভরশীল।

এর আগে শনিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানিয়েছিলেন, আমেরিকা আস্থার পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতা করলে এমওইউ-র ভিত্তিতে শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে তেহরান।

এক সাংবাদিক বৈঠকে পেজেশকিয়ান বলেন, এমওইউ-তে থাকা বিভিন্ন 'অনুচ্ছেদ'-এর ভিত্তিতে ইরান শান্তির পথে এগিয়ে যেতে চাইছে। তাঁর মতে, চুক্তিতে পৌঁছনোর জন্য "এখনই সবচেয়ে ভালো সময়", কারণ দেশের মধ্যে সংহতি, শক্তি ও ঐক্য রয়েছে।

তিনি বলেন, "আমরা এমওইউ-কে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবে তার জন্য আমেরিকাকে তাদের তৈরি করা অবিশ্বাসের পরিবেশ থেকে সরে আসতে হবে এবং পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।"

নাগপুর রেলস্টেশনে ৩ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার এক

নাগপুর, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): মূল্যবান ধাতু পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখে মহারাষ্ট্রের নাগপুর রেলস্টেশন থেকে এক ট্রেনযাত্রীর কাছ থেকে ৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

একটি গোপন সূত্রে ডিআরআই জানতে পারে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার করে আনা সোনা ট্রেনে করে দেশের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ডিআরআইয়ের নাগপুর শাখার একটি দল নাগপুর রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে এক যাত্রীকে আটক করে।

ডিআরআইয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, ধৃত যাত্রীর কাছ থেকে মোট ২.১৬৫ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সোনার আনুমানিক মূল্য ৩.০৯ কোটি টাকা। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, সোনাটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার করে ভারতে আনা হয়েছিল এবং পরে ট্রেনে করে অন্য গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

ডিআরআই আধিকারিকরা জানতে পারেন, ওই ব্যক্তি ১২১০২ নম্বর জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে করে সোনা নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর নাগপুর রেলস্টেশনে ফাঁদ পাতে ডিআরআই। ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছনোর পর যাত্রীকে তল্লাশি করা হলে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সোনা উদ্ধার হয়। মোট ১৬টি সোনার বার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি মূল্যবান ধাতু ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছে ডিআরআই। এই অভিযানগুলিতে পাঁচ বিদেশি নাগরিক-সহ মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিদেশি সোনা, হেরোইন, এমডিএমএ-সহ বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ সামগ্রী।

ডিআরআই জানিয়েছে, ওই অভিযানগুলিতে হাইড্রোপনিক উইড, রেড স্যান্ডার্স, নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণীজাত সামগ্রী, ই-সিগারেট, বিদেশি পোস্তদানা ও সুপারি-সহ প্রায় ৯.৫ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা। এই ঘটনাগুলিতে মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডিআরআইয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাচার ও চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত পাঁচ বিদেশি নাগরিক-সহ ২০ জনকে গ্রেফতারের ঘটনায় সংগঠিত অপরাধচক্রগুলির অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সামগ্রী লুকিয়ে পাচারের বিষয়টি সামনে এসেছে।

সোনা উদ্ধারের বিস্তারিত জানিয়ে ডিআরআই বলেছে, গত ২৯ জুলাই দুবাই থেকে আসা দুই বিদেশি নাগরিককে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের লাগেজের বিশেষভাবে তৈরি গোপন কুঠুরি থেকে ৪ কেজি ওজনের ৪০টি বিদেশি সোনার বার উদ্ধার করা হয়।এছাড়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ডিআরআই ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর যৌথ অভিযানে প্রায় ৩.২ কেজি বিদেশি সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে ডিআরআই।

বনমালিপুরে তিন ফ্ল্যাটে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের নির্দেশ, টিএসইসিএল-কে জরিমানা হাইকোর্টের

আগরতলা, ৯ আগস্ট: সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনায় ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। বনমালিপুরের বিনায়ক অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের তিনটি ফ্ল্যাটে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তিনটি পৃথক রিট মামলায় টিএসইসিএল-কে প্রতিটি ক্ষেত্রে ২,০০০ টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে।

বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড় সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট মালিকদের দায়ের করা মামলার শুনানি শেষে এই নির্দেশ দেন। মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, তাঁরা নিয়মিত বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করলেও তাঁদের বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফ্ল্যাটের ডেভেলপার ও জমির মালিক তথা মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের মধ্যে চলমান বিরোধের জেরেই এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। বিষয়টি ইতিমধ্যেই দেওয়ানি ও ভোক্তা সংক্রান্ত ফোরামে বিচারাধীন রয়েছে বলেও আদালতকে জানানো হয়।

মামলাকারীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন ও দেবালয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য, কৌশিক নাথ, দীপজ্যোতি পাল এবং সমর দাস সওয়াল করেন। তাঁদের বক্তব্য, কোনও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই এবং চাপের মুখে টিএসইসিএল বৈধভাবে অনুমোদিত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। এর ফলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আদালত টিএসইসিএল-কে অবিলম্বে তিনটি ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি কী পরিস্থিতিতে এবং কোন ভিত্তিতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, সে বিষয়ে বিদ্যুৎ সংস্থাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি রিট মামলায় ২,০০০ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার বিষয়টি টিএসইসিএল-এর ভূমিকার প্রতি আদালতের অসন্তোষেরই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই নির্দেশ ভবিষ্যতে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কোনও ব্যক্তির বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ইচ্ছেমতো বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির জন্য সতর্কবার্তা বলেও মনে করা হচ্ছে।এই রায়ের পর ফের আলোচনায় এসেছে ডেভেলপার, জমির মালিক এবং ফ্ল্যাট ক্রেতাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্ন। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ থাকলেও তার প্রভাব যেন বৈধভাবে বসবাসকারী ফ্ল্যাট মালিকদের মৌলিক পরিষেবার উপর না পড়ে, সেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

আগরতলা-ধর্মনগর রুটে ট্রেন চলাচল ও দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ নিয়ে একাধিক দাবি বিধায়ক জওহর চক্রবর্তীর

ধর্মনগর, ৯ আগস্ট: ধর্মনগর থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে ধর্মনগরের মধ্যে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসঙ্গতি দূর করার পাশাপাশি ত্রিপুরা থেকে বহির্রাজ্যে যাতায়াতকারী দূরপাল্লার ট্রেনগুলির পরিষেবা আরও উন্নত করার দাবিতে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপি বিধায়ক জওহর চক্রবর্তী। আজ ধর্মনগরে রেল কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে তিনি একাধিক দাবি তুলে ধরেন।

জানা গেছে, ধর্মনগর-আগরতলা রেলপথে ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাস এবং দূরপাল্লার ট্রেনগুলির স্টপেজের সময় বাড়ানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বিধায়ক এই বৈঠক করেন বলে জানা গেছে।

বৈঠকে জওহর চক্রবর্তী দাবি জানান, ধর্মনগর ও আগরতলার মধ্যে চলাচলকারী সমস্ত ট্রেনকে ধর্মনগর রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, ত্রিপুরা থেকে বহির্রাজ্যে যাতায়াতকারী দূরপাল্লার ট্রেনগুলি ধর্মনগর স্টেশনে বর্তমানে যে প্রায় দুই মিনিটের জন্য দাঁড়ায়, সেই সময় বাড়িয়ে চার মিনিট করার দাবি জানান তিনি। বিধায়ক রেল আধিকারিকদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, স্টেশনে ট্রেনের স্টপেজের সময় বাড়ানো হলে বয়স্ক যাত্রী, মহিলা, শিশু এবং দূরপাল্লার যাত্রীদের বিশেষভাবে সুবিধা হবে। তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে ওঠানামার ঝুঁকিও কমবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এসির চেয়েও বেশি বিদ্যুৎ পোড়ায় এই ৫টি গ্যাজেট

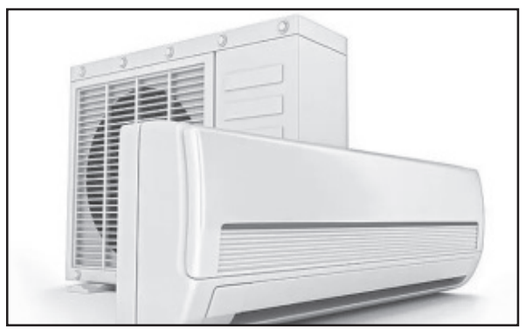

অনেকেরই ধারণা যে বাড়িতে এসি চালালেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের বিল আসবে। কিন্তু অবাক করা সত্যি হল, আমাদের রোজকার ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পাওয়ার রেটিং দেড় টন এসির চেয়েও অনেক বেশি। এই গ্যাজেটগুলি চুপিসারে আপনার ইলেকট্রিক বিল

এসি সাধারণত টানা অনেক ঘণ্টা ধরে বাড়িয়ে দিচ্ছে, যার খবর হয়তো আপনি টেরও পান না। চলে বলেই মাসের শেষে বিদ্যুতের বিল বেশি আসে, যা আমাদের চোখে পড়ে। অন্যদিকে, বেশি ওয়াটের কিছু সাধারণ যন্ত্র অল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত হলেও সেই সময়ে হু হু করে বিদ্যুৎ খরচ হয়। তাই ওয়াট এবং ব্যবহারের সময়ের এই সহজ সমীকরণটা বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শীতকালে স্নানের জন্য ব্যবহৃত ওয়াটার হিটার বা গিজার বাড়ির সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ খরচ করা যন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। একটি সাধারণ গিজারের পাওয়ার রেটিং প্রায় তিন হাজার ওয়াট পর্যন্ত হতে পারে, যা মাত্র এক ঘণ্টা চললেই প্রায় তিন ইউনিট বিদ্যুৎ পুড়িয়ে দেয়। তবে গিজার অল্প সময়ের জন্য চলে বলে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব খুব একটা চোখে পড়ে না। স্নান সেরে চুল শুকানোর জন্য যে হেয়ার ড্রায়ার আমরা প্রায়শই ব্যবহার করি, সেটি আকারে ছোট হলেও বিদ্যুৎ খরচের দিক থেকে বেশ শক্তিশালী। একটি হেয়ার ড্রায়ারের পাওয়ার রেটিং সাধারণত প্রায় ২২০০ ওয়াট হয়ে থাকে, যা টানা এক ঘণ্টা চললে ২.২ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করবে। অল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত হলেও এটি কিন্তু চুপিসারে বিল বাড়াতে বড় ভূমিকা নেয়। আজকাল দ্রুত রান্না সারতে অনেকেই রান্নাঘরে ইন্ডাকশন কুকটপ ব্যবহার করেন, যা কাজ সহজ করলেও প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। একটি সাধারণ ইন্ডাকশন কুকটপ প্রায় ২১০০ ওয়াট ক্ষমতায় কাজ করে, ফলে এক ঘণ্টা টানা রান্না করলে ২.১ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। তাই নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ ইন্ডাকশনে রান্না করলে মাসের শেষে বড় অঙ্কের বিল আসাটা খুবই স্বাভাবিক। চা তৈরি করা বা জল গরম করার জন্য ইলেকট্রিক কেটলি এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে, যা প্রায় ২২০০ ওয়াট ক্ষমতায় কাজ করে। এটিও এক ঘণ্টায় প্রায় ২.২ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে, তবে ব্যবহারের সময়কাল খুব সামান্য হওয়ায় বিলে এর প্রভাব কম থাকে। তা সত্ত্বেও দিনে বারবার জল গরম করলে বিদ্যুতের খরচ কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায়। খাবার গরম করতে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ব্যবহার রোজকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আর এর পাওয়ার রেটিংও সাধারণ দেড় টন এসির তুলনায় বেশ কিছুটা বেশি। সাধারণত প্রায় ২১০০ ওয়াট ক্ষমতায় কাজ করা এই যন্ত্রটি টানা এক ঘণ্টা চললে ২.১ ইউনিট বিদ্যুৎ পুড়িয়ে ফেলতে পারে। যদিও মাইক্রোওয়েভ মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য চলে, তবুও এর ওয়াট ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি।

বিদ্যুৎ বিলের বোঝা কমাতে চাইলে এই ধরনের উচ্চ ক্ষমতার বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলির ব্যবহার যতটা সম্ভব সীমিত রাখা প্রয়োজন। কাজের শেষে অবশ্যই সুইচ বন্ধ রাখুন এবং খুব প্রয়োজন না পড়লে এই গ্যাজেটগুলির বদলে অন্য সাধারণ বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করুন। একটু সচেতন হয়ে এই সহজ নিয়মগুলো মেনে চললে মাসের শেষে আপনার কষ্টার্জিত টাকা অনেকটাই বেঁচে যাবে।

জন্মাষ্টমী মানেই মিষ্টির সুবাস

জন্মাষ্টমী এলেই বাঙালির রান্নাঘরে তালের মিষ্টি সুবাস ভেসে আসে। গোপাল পুজোয় তালের বড়া না হলে যেন আনন্দটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু অনেকেই আক্ষেপ করেন, কষ্ট করে বড়া বানানোর পর তা শক্ত হয়ে যায়, আবার কখনও মুখে দিলে তেতো ভাব লাগে। সঠিক নিয়ম আর উপকরণের মাপ জানা থাকলে এই সমস্যা একেবারেই হবে না। তালের বড়া বানানোর জন্য প্রথমেই উপকরণগুলো সঠিকভাবে গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

পাকা তালের শাঁস — ১ কাপ

গুড় বা চিনি — ৩/৪ কাপ

(তালের মিষ্টি বুঝে)

গমের আটা বা চালের গুঁড়ো — ১/২ কাপ

নারকেল কোরা — ১/৪ কাপ

ঘি — ১ চা চামচ

বেকিং পাউডার — এক চিমটি

নুন — এক চিমটি

ভাজার জন্য তেল — পরিমাণমতো

তৈরির সহজ প্রণালী: তালের বড়ার আসল ম্যাজিক লুকিয়ে থাকে তালের শাঁস বের করার মধ্যে। বড়া বানাতে সব সময় একদম পাকা ও সুগন্ধি তাল বেছে নিন। কাঁচা বা আধপাকা তাল ব্যবহার করলে বড়ায় তেঁতো ভাব চলে আসে। তাল থেকে শাঁস বের করে একটি ছাঁকনি বা সুতির কাপড় দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিন, যাতে আঁশগুলো আটকে যায়। এতে বড়া যেমন মসৃণ হবে, তেমনই কাটবে তেঁতো ভাব।

একটি পাত্রে তালের শাঁসের সঙ্গে চিনি বা গুড়, আটা বা চালের গুঁড়ো, নারকেল কোরা, এক চিমটি নুন, সামান্য ঘি এবং বেকিং পাউডার একসাথে ভালো করে মেখে নিন। চালের গুঁড়ো ব্যবহার করলে বাইরের অংশ কিছুটা মুচমুচে হয়, আর আটা দিলে বড়া বেশি নরম থাকে। মিশ্রণটি খুব ঘন বা খুব পাতলা করবেন না, মাঝারি রাখুন। এবার পুরো মিশ্রণটি ঢেকে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। এতে সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে মিশ্রণটি ফুলে উঠবে। কড়াইতে তেল মাঝারি আঁচে গরম করে নিন। খুব বেশি আঁচে ভাজলে বড়ার ভেতর কাঁচা থেকে যাবে, আবার কম আঁচে ভাজলে বড়া শক্ত হয়ে যাবে। এবার হাত দিয়ে ছোট ছোট গোল আকারে মিশ্রণ তেলে ছেড়ে মাঝারি আঁচে লালচে করে ভেজে তুলুন। কড়াই থেকে তুলে কিচেন টিস্যুতে রেখে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা হতে দিন। গরম অবস্থায় বড়ায় চাপ দিলে তা শক্ত হয়ে যায়। ব্যাস, এই সহজ পদ্ধতিতে নাড়ুগোপালের জন্য বানিয়ে নিন পারফেক্ট তালের বড়া। ছোট থেকে বড় সবাই চেটেপুটে খাবে!

মাথা ব্যথা করলেই কি চা-কফিতে চুমুক দেন? অজান্তে বিপদ ডেকে আনছেন

মাথা ব্যথা হল এমন একটা বিনা আমন্ত্রণের অতিথি, যে যখন তখন ঘাড়ের কাছে এসে বসে পড়ে! অফিসের চাপ, বসের বকুনি, জ্যামে আটকে থাকা কিংবা রাতের ঘুম ঠিকঠাক না হওয়া, কারণ যাই হোক, মাথা ধরলেই আমাদের মনে হয়, "ধুর ছাই, এক কাপ কড়া চা না হলে তো আর চলছে না!" অনেকের তো আবার কফি পেটে না পড়লে চোখের সামনে সর্ষে ফুল দেখার জোগাড় হয়। মনে হয় যেন ধোঁয়া ওঠা এক কাপ কফি-ই হল সব মুশকিল আসান। কিন্তু একটু দাঁড়ান! মাথা ব্যথা হলে চা বা কফি খাওয়া কি সত্যিই ম্যাজিকের মতো কাজ করে, নাকি অজান্তেই বিপদ ডেকে আনছে? চলুন, একটু তলিয়ে দেখা যাক। চা বা কফি কীভাবে কাজ করে? চা বা কফিতে 'ক্যাফেইন' নামের একটি জাদুকরী জিনিস থাকে। বিখ্যাত স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র 'ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক'-এর মতে, ক্যাফেইন আমাদের মাথার স্নায়ুগুলোকে দারুণ আরাম দেয়। এই কারণেই মাথা ব্যথার অনেক ওষুধেও ক্যাফেইন মেশানো থাকে। তাই ব্যথার শুরুতে এক কাপ চা বা কফি খেলে যে বেশ আরাম পাওয়া যায়, তা কিন্তু একদম খাঁটি সত্যি। বেশি চা-কফি কি ক্ষতিকর? গল্পে কিন্তু একটা দারুণ টুইস্ট আছে! সবার শরীরে চা বা কফি একইভাবে কাজ করে না। আপনি যদি সারাদিন ধরে বার বার চা বা কফি খান, তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। অতিরিক্ত ক্যাফেইন উল্টে মাথা ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার যারা রোজ নিয়ম করে চা-কফি খান, তারা হঠাৎ সেটা ছেড়ে দিলে শরীর বিদ্রোহ করে বসে, আর তখনই মাথা ধরে যায়। তাই আপনার চা-কফি খাওয়ার অভ্যাসের ওপরই নির্ভর করছে এটি আদৌ কাজে আসবে কি না। মাথা ব্যথা কমানোর সহজ উপায়

জল খান: মাথা ব্যথা করলে প্রথমেই বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিন। কারণ শরীর শুকিয়ে গেলেও মাথা ধরে। বিশ্রাম নিন: আলো কম এমন শান্ত ঘরে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। স্ক্রিন থেকে দূরে থাকুন: একটানা মোবাইল বা টিভির দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। খালি পেটে থাকবেন না: কখনও অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকবেন না। সময়মতো খাবার খাওয়া খুব জরুরি। কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন? যদি দেখেন হঠাৎ করে খুব মারাত্মক মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে, সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর, ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়েছে, বারবার বমি হচ্ছে বা চোখে দেখতে সমস্যা হচ্ছে, তবে মোটেও অবহেলা করবেন না। এগুলো বড় কোনও রোগের লক্ষণ হতে পারে। ব্যথার ওষুধ খেয়ে ব্যথা না কমলেও সাবধান হতে হবে। এমন অবস্থায় একটুও দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হলে কি করা প্রয়োজন

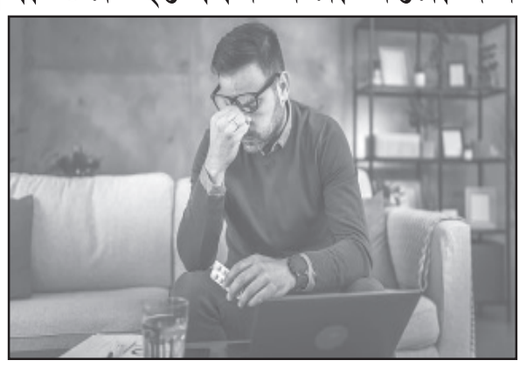

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হলে আর সোজা হয়ে বসে থাকা যায় না। অসহ্য মাথাব্যথা যেন সব কাজ লন্ডভন্ড করে দেয়। সাধারণ মাথাব্যথা থেকে বেশ আলাদা মাইগ্রেনের যন্ত্রণা। এটা আদতে জটিল স্নায়বিক রোগ। ঘুমের অভাব, শরীরে জলের ঘাটতি, স্ট্রেস এমন নানা বিধ বিষয় মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়াতে পারে। সাধারণত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করলে মাইগ্রেনের যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণেই থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে ছোটখাটো ভুলেও মাইগ্রেন ট্রিগার হয়ে যায়। তাই মাইগ্রেনের রোগীদের কোন ৫ ভুল এড়িয়ে চলা উচিত, জেনে রাখুন।

এক নজরে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলে সময়মতো ওষুধ খাওয়া জরুরি। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘন ঘন পেইনকিলার খাওয়া ঠিক নয়। প্রতিদিন ৭—৮ ঘণ্টা ঘুম মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত জল পান ও নিয়মিত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। আলো-শব্দে সংবেদনশীলতা বা বমি বমি ভাবের মতো লক্ষণ অবহেলা করবেন না। কোন ভুলগুলো মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়াতে পারে? সময় মতো ওষুধ না খাওয়া: মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হলেই ওষুধ খাওয়া উচিত। ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধির পরে ওষুধ খেলে সে ভাবে কোনও উপকার মিলবে না। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেলে তা মাইগ্রেনের তীব্রতা বৃদ্ধির আগেই খেয়ে নিন।

ঘন ঘন পেইনকিলার খাওয়া: মাথাব্যথা শুরু হলেই পেইনকিলার খেয়ে নেন? মাত্রাতিরিক্ত পেইনকিলার খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অনেক সময়ে কিডনির ক্ষতি হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাথাব্যথা বেড়ে যায়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া পেইনকিলার খাওয়া উচিত নয়।

কম ঘুম: মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে ঘুমের সঙ্গে আপস করা চলবে না। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা যাবে না। ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম দরকার। দিনের পর দিন কম ঘুম হলে মাইগ্রেন হানা দিতে পারে যে কোনও সময়ে।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন: মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগলে লাইফস্টাইল নিয়ে সচেতন থাকা দরকার। ব্রেকফাস্ট না করা, পর্যাপ্ত জল না খাওয়া ইত্যাদি বিষয় মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া পারফিউমের তীব্র গন্ধ, অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া ইত্যাদিও মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়াতে পারে। অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমও মাইগ্রেনকে ট্রিগার করতে পারে। লক্ষণগুলোকে উপেক্ষা করা: মাইগ্রেন মানে শুধু মাথার যন্ত্রণা নয়। এই স্নায়বিক রোগে বমি বমি ভাব, আলো ও শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা, মাথা ঘোরা, ব্রেন ফগের মতো বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলোকে সাধারণ ভেবে এড়িয়ে যাবেন না। এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ১. মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলে কী করবেন? চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব নির্ধারিত ওষুধ খান। ২. ঘন ঘন পেইনকিলার খাওয়া কি নিরাপদ? না। অতিরিক্ত পেইনকিলার ওষুধ-জনিত মাথাব্যথাসহ অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ৩. কম ঘুম কি মাইগ্রেন বাড়ায়? হ্যাঁ। নিয়মিত ৭—৮ ঘণ্টার ঘুম না হলে অনেকের ক্ষেত্রে মাইগ্রেন ট্রিগার হতে পারে। ৪. কোন অভ্যাসগুলো মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়াতে পারে? খাবার বাদ দেওয়া, কম জল পান, অনিয়মিত জীবনযাপন, তীব্র সুগন্ধ ও কিছু খাবার মাইগ্রেনের ট্রিগার হতে পারে। ৫. মাইগ্রেনের সাধারণ লক্ষণ কী? মাথাব্যথার পাশাপাশি বমিভাব, আলো ও শব্দে অস্বস্তি, মাথা ঘোরা এবং মনোযোগের সমস্যা (ব্রেন ফগ) দেখা দিতে পারে।

ডিমের কোন অংশে প্রোটিন বেশি

ডিম হলো সুপারফুড। এমন কোনও পুষ্টি নেই, যা ডিমের মধ্যে পাবেন না। NIH-এর গবেষণা অনুযায়ী, ডিমে ভিটামিন ডি, বি১২, সেলেনিয়াম, আয়োডিন এবং কোলিনসহ ১৩টিরও বেশি ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস ডিম। কিন্তু ডিমের সাদা অংশে বেশি প্রোটিন নাকি কুসুমে?

এক নজরে

ডিমে ১৩টিরও বেশি ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে।

ডিমের বেশিরভাগ প্রোটিন থাকে সাদা অংশে। কুসুমে প্রোটিনের ঘনত্ব বেশি এবং বেশি পুষ্টি থাকে। কুসুমে ভিটামিন ঙ, ঙ্গ, ক্ক, জ্ঞ কোলিন ও ওমেগা-৩ পাওয়া যায়। সুস্থ ব্যক্তি দিনে ১-২টি গোটা ডিম খেতে পারেন।

ডিমের প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য কতটা জরুরি? USDA এবং অন্যান্য গবেষণা অনুযায়ী, ডিমের প্রোটিনের Biological Value প্রায় ১০০, যা পেশি পুনর্গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এতে প্রায় ৯টি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরে একাধিক উপকারিতা প্রদান করে। এ ছাড়া ডিমের প্রোটিন যেমন পেট ভরায়, শরীরে কাজ করার এনার্জি দেয়, তেমনই নতুন কোষ তৈরি এবং ক্ষত সারিয়ে তুলতেও সাহায্য করে।

ডিমের সাদা অংশ কতটা পুষ্টিকর?

সাদা অংশের ওজন ডিমের মোট ওজনের প্রায় ৬০ শতাংশ। এতে ক্যালোরি কম এবং ফ্যাট একেবারেই থাকে না। ডিমের বেশিরভাগ প্রোটিন ডিমের সাদা অংশেই থাকে। একটি মাঝারি সাইজের ডিমের সাদা অংশে প্রায় ৩.৫—৪ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে। এ ছাড়াও এতে রিবোফ্লাভিন (B2), পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং সোডিয়ামের মতো মিনারেল রয়েছে। তবে ডিমের সাদা অংশে এ, ডি, ই, কে-এর মতো ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনও থাকে না।

ডিমের কুসুমে কতটা প্রোটিন পাওয়া যায়?

কুসুমের ওজন ডিমের মোট ওজনের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ হয়। একটি মাঝারি সাইজের কুসুমে প্রায় ২.৫—৩ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তবে সাদা অংশের চেয়ে কুসুমে প্রোটিনের ঘনত্ব বেশি। যেমন প্রতি ১০০ গ্রামে সাদা অংশে ১০.৮ গ্রাম এবং কুসুমে ১৬.৪ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে। প্রোটিন ছাড়াও কুসুমে ভিটামিন বি৬, বি১২, ফোলেট, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন ও ফসফরাস রয়েছে। এমনকী ফ্যাটে দ্রবণীয় A, D, E, K ভিটামিনও রয়েছে। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলিন, লিউটিন ও জিয়াজ্যানথিন শুধু কুসুমেই পাওয়া যায়।

আপনি কোনটা বেছে নেবেন? ফ্যাট, কোলেস্টেরলের বাড়বাড়ন্তের জেরে অনেকেই ডিম খেতে চান না। সে ক্ষেত্রে ডিমের সাদা অংশ খেতে পারেন এবং কুসুম বাদ দিতে পারেন। কোনও শারীরিক সমস্যা না থাকলে গোটা ডিম-ই খাওয়া যায়। দিনে ১-২টি সিদ্ধ ডিম খেতে পারেন। হার্টের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই ডিম খাওয়া উচিত।

১. ডিমের বেশি প্রোটিন কোথায় সাদা অংশে নাকি কুসুমে?

মোট পরিমাণের হিসাবে একটি ডিমের বেশিরভাগ প্রোটিন সাদা অংশে থাকে। তবে প্রতি ১০০ গ্রামে কুসুমে প্রোটিনের ঘনত্ব বেশি। ২. ডিমের সাদা অংশে কতটা প্রোটিন থাকে?

একটি মাঝারি ডিমের সাদা অংশে প্রায় ৩.৫—৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ৩. ডিমের কুসুমে কী কী পুষ্টি রয়েছে? কুসুমে প্রোটিনের পাশাপাশি ভিটামিন A, D, E, K, বি৬, বি১২, ফোলেট, আয়রন, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, কোলিন, লিউটিন, জিয়াজ্যানথিন ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। ৪. ওজন কমাতে চাইলে ডিমের কোন অংশ খাবেন?

কম ক্যালোরি ও ফ্যাটের জন্য অনেকেই সাদা অংশ বেছে নেন। তবে বিশেষ শারীরিক সমস্যা না থাকলে গোটা ডিম খাওয়াই বেশি পুষ্টিকর। ৫. প্রতিদিন কতটি ডিম খাওয়া নিরাপদ?

সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণভাবে দিনে ১-২টি সিদ্ধ গোটা ডিম খাওয়া যেতে পারে। হার্টের রোগ বা বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অজান্তেই নিজের ও শিশুর পায়ের ক্ষতি করছেন না তো?

আজকাল ছোটো থেকে বড়, সকলের পায়েই দেখা যায় ক্রকস জুতো। পরতে আরামদায়ক হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়েছে। তবে চিকিৎসকদের সতর্কতা, এই জুতো নিয়মিত পরলে অজান্তেই আপনার ও আপনার শিশুর পায়ের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। শিকাগোর বিখ্যাত পদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেগান লিহি জানিয়েছেন, ক্রকস সারাদিন পরার জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। এই জুতোর পিছনের অংশে গোড়ালিকে সঠিক সাপোর্ট দেওয়ার মতো কোনও মজবুত কাঠামো নেই। ফলে হাঁটার সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে পায়ের আঙুলগুলোকে অনেক বেশি কসরত করতে হয়। এমন অতিরিক্ত কসরতের কারণে পায়ের স্নায়ু ও পেশিতে মারাত্মক চাপ পড়ে শুরু হয় নানা সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে এই জুতো পরলে পেশিতে প্রদাহ বা টেন্ডোনাইটিস হওয়া খুব স্বাভাবিক। এমনকি আঙুল বেঁকে যাওয়া বা কড়া পড়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক সমস্যাও দেখা দিতে পারে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এই জুতোর মাঝখানের অংশটি অত্যন্ত নরম হওয়ায় এটি সঠিক আর্চ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। দীর্ঘক্ষণ এটি পরে থাকলে প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বা গোড়ালির ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। যাঁরা আগে থেকেই পায়ের ব্যথায় ভুগছেন, তাঁদের কখনও এই জুতো পরা উচিত নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই জুতোর ব্যবহার আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে দৌড়াদৌড়ি বা খেলার সময় এই জুতো পা থেকে সহজেই পিছলে গিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। এর ফলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে শিশুদের বড়সড় চোট পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। শপিং মলের চলন্ত সিঁড়ি বা এসক্যালেটরে শিশুদের ক্রকস পরিয়ে ওঠা অত্যন্ত ঝুঁকির। জুতোর নরম উপাদান এসক্যালেটরের খাঁজে আটকে গিয়ে বিশ্বে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটার খবর সামনে এসেছে। তাই ছোটদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এমন জুতো এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ক্রকস যে একেবারেই পরা যাবে না এমন কোনও কথা নেই। সমুদ্রসৈকতে হাঁটা, বাগানে কাজ করা বা সুইমিং পুলে যাওয়ার সময় অল্প সময়ের জন্য এটি পরা যেতে পারে। তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটা বা সারাদিন পরে থাকার জন্য এটি কখনওই উপযুক্ত নয়।

পায়ের সুস্থতা বজায় রাখতে সর্বদা সঠিক মাপের এবং মজবুত গোড়ালি যুক্ত জুতো বেছে নেওয়া উচিত। প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য স্নিকার্স বা ভালো স্পোর্টস শু অনেক বেশি নিরাপদ।

নদী

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

নদী প্রতিনিয়ত জোয়ার ভাটার টানে ভাঙা-গড়ার এক উন্মুক্ত খেলায় মত্ত থাকে। নদী এক কূল ভাঙে তো অপর কূলে গড়ে। ভাঙা গড়ার এই খেলায় কখনো পথিক পথ হারায় কখনো নাবিক দিকভ্রষ্ট হয়। প্রাণের দায়ে পেটের টানে মাঝি মাঝ নদীতে নৌকা নিয়ে যায় আবার প্রয়োজন শেষে ধীরে ধীরে দার টেনে পারে নিয়ে আসে।

নদী, সত্যিই মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচীন সভ্যতার দিকে নজর রাখলে আমরা দেখব নদীকে ঘিরেই একাধিক জনপদ গড়ে উঠেছে। সভ্যতা গড়ে উঠেছে। নদী কখনো সৃষ্টিরূপী তো কখনো আবার আপন খেয়ালে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে। নদীর স্রোত আসে স্রোত যায়, মানুষের জীবনেও তেমনি একটা অধ্যায় শেষ হয়, আর একটা অধ্যায় শুরু হয়। বলতে গেলে, এক প্রকার আগামীর হাতছানি। বাস্তবতার দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখব নদী আমাদের অনেক কিছু শেখায়। নদীর ঢেউ মানুষের জীবনেরও উত্থান পতনের সমান। যতদূর চোখ যায় ততদূর কেবলই বিস্তীর্ণ জলরাশি, জোয়ার ভাটার খেলা। মানুষের জীবনেও মাঝে মাঝে সেরূপ জোয়ার ভাটার লীলা খেলা চলতে থাকে। কূল নাই কিনার নাই মাঝ দরিয়ার ভেলায় জীবন ভাসতে থাকে। জীবন তো আর কখনো থেমে থাকে না। জীবন যখন মানুষের হাতের মুঠোয় থাকে, তখন সেই জীবনকে মানুষ তার ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করতে পারে। যদিও পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমির মতই সৃষ্টিকর্তা যথাযথভাবে আগে থাকতেই সবকিছু ঠিক করে রাখে। তাই জীবনের ভেলাও নদীর মতনই বয়ে চলে। কখনো শান্ত স্নিগ্ধ নদীর রূপ তো কখনো আবার ভয়ঙ্কর রূপে নদী ধরা দেয়। মানব জীবনেও কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি চলতেই থাকে। নদীর গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের গতিবেগও বদলাতে থাকে। নদীর পাড় নীরবতা মনুষ্য জীবন এক সুতোয় একপ্রকার বাধা পড়ে যায়।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল সাব্রুমের সুকান্ত শিশুপার্ক, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

সাব্রুম ৯ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত শিশুপার্ক। সাব্রুম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন দমদমা মাছ-মাংস ও সবজি বাজারের পাশে অবস্থিত এই পার্কটি মহকুমা আদালত ও এসডিএম অফিসের কাছাকাছি এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কার্যত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকাবাসীদের দাবি, প্রায় সাত-আট বছর আগেও পার্কটির পরিকাঠামো যথেষ্ট ভালো ছিল। শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামও ছিল সেখানে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় বর্তমানে পার্কটির অধিকাংশ পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে পড়েছে। পার্কের ভিতরে থাকা শিশুদের দোলনা, স্লাইড, চর্কি-সহ বিভিন্ন খেলাধুলার সরঞ্জাম দীর্ঘদিন ব্যবহারের অভাবে জং ধরে ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি পার্কের ভিতরে থাকা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের মূর্তিটিও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। শুধু খেলাধুলার সরঞ্জাম নয়, পার্কের বিভিন্ন অংশে বর্তমানে বড় বড় আগাছা, জঙ্গল ও আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। ফলে শিশুদের খেলার পরিবেশ তো নেই-ই, সাধারণ মানুষের পক্ষেও পার্কে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও সংশ্লিষ্ট নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পার্কটির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিষয়টি একাধিকবার জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের। এলাকাবাসীদের আরও বক্তব্য, একটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত শিশুপার্কের এই পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। শিশুদের খেলাধুলার জন্য নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। পার্কটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এলাকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার সুযোগও কমে যাচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। স্থানীয়দের আশঙ্কা, মাঠ বা পার্কের মতো খোলা জায়গায় খেলাধুলার সুযোগ না থাকায় শিশুরা ক্রমশ মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে বেশি সময় কাটাচ্ছে। তাই শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে দ্রুত পার্কটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এলাকাবাসীর দাবি, সুকান্ত শিশুপার্কের জঙ্গল ও আবর্জনা পরিষ্কার করার পাশাপাশি নষ্ট হয়ে যাওয়া খেলাধুলার সরঞ্জাম সংস্কার বা নতুন করে স্থাপন করতে হবে। একইসঙ্গে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের মূর্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পার্কের সামগ্রিক সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা এই শিশুপার্কটি কবে নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

মণিপুরে সাত জঙ্গি গ্রেফতার, উদ্ধার বিপুল অস্ত্র-গোলাবারুদ

ইম্ফল, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): মণিপুরে পৃথক একাধিক যৌথ অভিযানে সাত জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গত ২৪ ঘণ্টায় ইম্ফল পশ্চিম ও বিষ্ণুপুর জেলায় চালানো অভিযানে নিষিদ্ধ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন সরকারি আধিকারিকরা।এক প্রবীণ পুলিশ আধিকারিক জানান, মণিপুর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত অভিযান চালিয়ে ওই সাত জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা নিষিদ্ধ কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-এর রাজনৈতিক শাখা রেভলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট (আরপিএফ) এবং কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল)-এর সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে।পুলিশের দাবি, ধৃতরা অপহরণ, জোর করে 'চাঁদা' আদায় এবং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনে যুবকদের নিয়োগের মতো বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত ছিল। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন আপত্তিকর নথি, চাঁদা আদায়ের রসিদ, নগদ টাকা, নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির সিল, লেটারহেড এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে ইম্ফল পূর্ব ও ইম্ফল পশ্চিম জেলায় তিনটি পৃথক যৌথ অভিযানে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১১টি সিঙ্গল-ব্যারেল ব্রিচ-লোডিং শটগান, ছয়টি পিস্তল, একটি অ্যান্টি-রায়ট গান, ৩৭টি শক্তিশালী হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি হোয়াইট ফসফরাস গ্রেনেড এবং প্রায় ৪.৬ কেজি ওজনের একটি আইইডি।এছাড়াও এসএলআর, ইনসাস ও .৩০৩ রাইফেলের ছয়টি খালি ম্যাগাজিন, ৮৬টি বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ, ছয়টি অ্যান্টি-রায়ট শেল, একটি ভেহিকুলার সেট, দুটি হ্যান্ডহেল্ড সেট, বিভিন্ন ক্যালিবারের ১৬২টি জীবন্ত গুলি, ২৬টি খালি কার্তুজ এবং দুটি স্টান শেল উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযানে সামরিক পোশাক, একটি বুলেটপ্রুফ লোহার প্লেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের কভার, অ্যামুনিশন চার্জার, যোগাযোগের সরঞ্জামসহ আরও বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, মণিপুরে জঙ্গিবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) এবং মণিপুর পুলিশের যৌথ বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে তল্লাশি ও এলাকা নিয়ন্ত্রণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে উপত্যকা ও পার্বত্য জেলাগুলিতে মোট ১১১টি নাকা ও চেকপয়েন্ট বসানো হয়েছে। এর মাধ্যমে জঙ্গি, সমাজবিরোধী ব্যক্তি এবং সন্দেহজনক যানবাহনের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।পাশাপাশি, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭) দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সশস্ত্র নিরাপত্তা-প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলিতে কনভয় সুরক্ষা ও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে, যাতে যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচল নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন থাকে।

বাংলায় মানবপাচারের চেষ্টা রুখল এসএসবি, উদ্ধার নাবালিকা

কলকাতা, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে মানবপাচারের চেষ্টা রুখে দিল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। অভিযানে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

শনিবার বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ শিলিগুড়ির পানিটাঙ্কির নিউ ব্রিজ এলাকায় নিয়মিত তল্লাশির সময় ঘটনাটি ঘটে। এসএসবির বর্ডার ইন্টেলিজেন্স টিম (বিআইটি) ডব্লিউবি৭৪-এটি৫৫৭৭ নম্বরের একটি গাড়ি আটক করে। গাড়িটি ভারত থেকে নেপালের দিকে যাচ্ছিল।

মানবপাচার রোধে প্রশিক্ষিত এসএসবি জওয়ানরা দেখতে পান, এক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে একটি অল্পবয়সি মেয়ে একা ভ্রমণ করছে এবং তাদের মধ্যে কোনও পারিবারিক সম্পর্ক নেই। নাবালিকার আচরণেও সন্দেহ হয় নিরাপত্তাকর্মীদের। দু'জনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাদের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

এরপর এসএসবি অন্যান্য নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কোশি লোক মঞ্চ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়। পাশাপাশি রানিডাঙায় এসএসবি সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অ্যান্টি-হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিটকেও (এএইচটিইউ) খবর দেওয়া হয়। যৌথ জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ১৭ বছরের ওই নাবালিকার সঙ্গে রাবিউল ইসলাম (৩২) নামে ওই ব্যক্তির পরিচয় হয়েছিল 'মন' নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে। রাবিউলের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে 'মন'-এর সঙ্গে তার বারবার যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। আধিকারিকদের দাবি, 'মন' নাবালিকাকে নেপালে অনুষ্ঠানের কাজে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্দেহ করা হচ্ছে, রাবিউল তাকে সীমান্ত পার করে নেপালে নিয়ে গিয়ে যৌন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করছিল। রাবিউল পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রামের ভক্তিনগর এলাকার শান্তিপাড়া পূর্ব গ্রামের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাও জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।প্রাথমিক যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র তৈরির পর নাবালিকা, ধৃত ব্যক্তি, গাড়ি, একটি মোবাইল ফোন এবং ৪,৫০০ টাকা নগদ খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের মতে, পকসো আইন, ২০১২, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩, অনৈতিক পাচার (প্রতিরোধ) আইন (আইটিপিএ), ১৯৫৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

'নিজের ভাষায় মানুষের কথা শুনতে হবে', ন্যায়বিচার ব্যবস্থাকে আরও জনমুখী করার বার্তা প্রধান বিচারপতির

ইন্দোর, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনকেন্দ্রিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি সূর্য্য কান্ত। শনিবার তিনি বলেন, ন্যায়বিচারে মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রথম শর্ত হল সংলাপ। এর জন্য আইনি ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ, সমস্যা ও চাহিদা তাঁদের নিজেদের ভাষা ও উপভাষায় বুঝতে হবে।

'এনহ্যান্সিং অ্যাক্সেস টু জাস্টিস' শীর্ষক দু'দিনের পশ্চিমাঞ্চলীয় আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধান বিচারপতি বলেন, সম্মেলনের 'ইউনাইটেড ভয়েস' এবং 'স্ট্রংগার টুমরো'এই দুটি ভাবনা বিচার ব্যবস্থায় সংলাপ, মর্যাদা ও অন্তর্ভুক্তিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে। তিনি বলেন, এই তিনটি নীতিকে শুধুমাত্র স্লোগান হিসেবে দেখলে চলবে না। নাগরিকদের সঙ্গে আইনি ব্যবস্থার যোগাযোগ ও কাজের পদ্ধতিতেও এগুলির প্রতিফলন থাকা জরুরি।

ইন্দোরের সঙ্গে দেবী অহল্যাবাইয়ের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন বিচারপতি সূর্য্য কান্ত। তিনি বলেন, অহল্যাবাই কৃষক, বিধবা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি দেখা করতেন। তাঁর সময়ে শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও বাধা ছিল না। তাই ইন্দোরে এই সম্মেলন আয়োজন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধান বিচারপতি বলেন, মানুষের সমস্যার প্রতি সত্যিকার অর্থে সাড়া দিতে পারে এমন ন্যায়বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তখনই তৈরি হতে পারে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তির বক্তব্য আগে শোনা হবে।

তিনি বলেন, "শুধু আইন দিয়ে কখনও ন্যায়বিচারে মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়নি; এর শুরু হয় কথোপকথন দিয়ে। ন্যায়বিচার দেওয়ার আগে মানুষকে অনুভব করতে হবে যে তাঁদের কথা শোনা হয়েছে।"

প্যারালিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবক এবং আইনি পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর মতে, স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় স্তরেই খুঁজে বের করতে হবে। আর সেই সমস্যাগুলি বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা জরুরি। আইনি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় ভাষা ও উপভাষা বোঝার উপর জোর দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, সাধারণ মানুষের ভাষায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে এবং তাঁদের নিজেদের কথায় সমস্যাগুলি না শুনলে প্রকৃত সমাধান তৈরি করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, "আপনি যদি তাঁদের ভাষায় যোগাযোগ না করেন এবং সাধারণ মানুষের নিজেদের কথা শুনে তাঁদের উদ্বেগ সত্যিকার অর্থে না বোঝেন, তাহলে কীভাবে সমাধান তৈরি করবেন?"বিচারপতি সূর্য্য কান্ত আরও বলেন, সংলাপ একতরফা হতে পারে না। ন্যায়বিচার ব্যবস্থা শুধু নিজেদের সিদ্ধান্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে না, একইসঙ্গে মানুষের কথা শুনবে এবং তাঁদের সমস্যাগুলিও বোঝার চেষ্টা করবে।৮ ও ৯ আগস্ট এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি, নয়াদিল্লি, মধ্যপ্রদেশ স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি, জবলপুর এবং মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের যৌথ উদ্যোগে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

সম্মেলনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) অর্জুন রাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা, লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির আধিকারিক, বিচারবিভাগীয় আধিকারিক এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত রয়েছেন।

ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির প্যাট্রন-ইন-চিফ হিসেবে প্রধান বিচারপতি সূর্য্য কান্ত এবং অন্যান্য বিচারপতিরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।আইনি সহায়তা আরও শক্তিশালী করা, মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি, সম্প্রদায়ভিত্তিক বিরোধের সমাধান এবং ন্যায়বিচারকে আরও সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার বিভিন্ন উপায় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হচ্ছে।

দেশের যুবসমাজ যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম তাদের শক্তিকে সঠিক পথে কাজে লাগাতে হবে: যোগী

লখনউ, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): দেশের যুবসমাজ প্রতিভা ও উদ্যমে ভরপুর এবং ভারতের সামনে আসা যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা সক্ষম। তবে তাদের সম্ভাবনা ও শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত মঞ্চ তৈরি করা প্রয়োজন বলে রবিবার মন্তব্য করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

লখনউয়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের আওতায় 'তিরঙ্গা যাত্রা উইথ ইয়ুথ'-এর সূচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। কাকোরি ট্রেন অ্যাকশনের ১০১তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করা বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ প্রজন্মকে তাঁদের অবদান থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার আহ্বান জানান।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "আমাদের দেশের যুবসমাজ প্রতিভাবান এবং উদ্যমের প্রতীক। দেশের সামনে আসা যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এই যুবশক্তিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক মঞ্চ দেওয়া প্রয়োজন।"

তিনি বলেন, তরুণদের শুধু প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মধ্যেই নিজেদের প্রস্তুত করলে চলবে না। দেশের ও সমাজের সামনে থাকা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধানে ভূমিকা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই ভাবনা থেকেই বিজেপির উদ্যোগে সারা দেশে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য ও ব্রজেশ পাঠক, উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী এবং দলের একাধিক প্রবীণ নেতা, পদাধিকারী ও কর্মী। কাকোরি ট্রেন অ্যাকশনের ১০১তম বার্ষিকীর প্রসঙ্গ তুলে যোগী বলেন, এই উপলক্ষে সারা দেশে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা সমস্ত বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. বি. আর. আম্বেদকর এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদানের কথাও স্মরণ করেন।

তিরঙ্গার গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তেরঙা শুধু একটি জাতীয় পতাকা নয়, এটি ভারতের সরলতা, উন্নয়ন, ঐতিহ্য ও সম্মানের প্রতীক। তাঁর কথায়, "তিরঙ্গা শুধু জাতীয় পতাকা নয়; এটি দেশের সরলতা, উন্নয়ন, সম্মান ও গৌরবের প্রতীক। এটি ভারতের জাতীয় চেতনা ও গৌরবকে প্রতিফলিত করে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের ঐতিহ্য ও জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন যোগী। দেশের ঐতিহ্য ও মহান ব্যক্তিত্বদের অপমানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

যোগী বলেন, "ভারতে বসবাস করে দেশের ঐতিহ্য ও মহান ব্যক্তিত্বদের অপমান করার প্রবণতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।"

তিনি আরও বলেন, তিরঙ্গা দেশের নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, ঐক্য ও জাতীয় গৌরবের চেতনাকে আরও শক্তিশালী করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা ব্যক্তিদের অবদান সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে পরিচিত করানোও এই অভিযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি।জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষেও এবছরটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মাইলফলক উদযাপনে সারা দেশে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

যোগী বলেন, "জাতীয় সংগীত ও জাতীয় সঙ্গীতদুটিই দেশের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। প্রত্যেক নাগরিকের উচিত এগুলির প্রতি শ্রদ্ধার চেতনাকে আরও শক্তিশালী করা।"

উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী বলেন, আকাশে তিরঙ্গা উড়তে দেখলে প্রত্যেক ভারতীয় গর্ব অনুভব করেন। দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত জওয়ানদের আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করেন তিনি।

চৌধুরী বলেন, "এই সেই তিরঙ্গা, যার সুরক্ষার জন্য দেশের সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানরা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতেও পিছপা হন না।"

বিশ্বের বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় পতাকা উড়তে দেখলে দেশের ক্রীড়াবিদদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতা তাঁরা পান বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, "তিরঙ্গা ১৪০ কোটি ভারতীয়ের স্পন্দিত হৃদয়ের শক্তি এবং ভারতের ঐক্যের প্রতীক।"

অনুষ্ঠান শেষে তরুণ ও দলীয় কর্মীদের 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে নাগরিকদের উৎসাহিত করার আবেদনও জানানো হয়।

ভারত ছাড়ো দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের শ্রদ্ধা স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার করলেন বাঁসুরি স্বরাজ-সহ বিজেপি নেতারা

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী উদযাপনের অংশ হিসেবে রবিবার দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের স্মৃতিসৌধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাল দিল্লি বিজেপি। এদিন নতুন দিল্লির সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ-সহ দলের একাধিক প্রবীণ নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং অন্যান্য শহিদ ও বীরের স্মৃতির প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।

মালব্য নগরের পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য পার্কে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন বাঁসুরি স্বরাজ। এরপর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি।মালব্য নগর বিধানসভা এলাকার বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাঁসুরি স্বরাজ বলেন, "স্বাধীনতার ৮০তম বছরে আমাদের শহিদদের স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার করে এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে আমরা জাতীয় বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।"

তিনি বলেন, "এই শহিদরা হাসিমুখে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যাতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি। আজকের দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দেশই সবার আগে।"দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের স্বপ্ন পূরণ করে একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বাঁসুরি বলেন, "আমি সকলের কাছে আবেদন করছি, আমরা এমন একটি বিকশিত ভারত গড়ে তুলব, যা আমাদের শহিদদের স্বপ্ন পূরণ করবে। তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি আমরা সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে মাথা নত করি।"

অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিল্লি বিজেপির নিউ দিল্লি জেলার সভাপতি রবীন্দ্র চৌধুরী, পুরসভার কাউন্সিলর লীনা কুমার, জেলা সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্র কুমার, মনিকা জুনেজা-সহ অন্যান্যরা। গ্রেটার কৈলাশের বিধায়ক শিখা রায় সিআর পার্কের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্মৃতিসৌধে উপস্থিত দলীয় কর্মীদের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর শপথবাক্য পাঠ করান। নেতাজির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তিনি বলেন, "৯ আগস্ট ভারত ছাড়ো দিবসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিসৌধে সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।"

উত্তর-পূর্ব দিল্লির খাজুরি চকে শহিদ মহেশচন্দ্র শর্মা স্মৃতিসৌধেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। বিধায়ক অজয় মহাওয়ার দিল্লি বিজেপির সহ-সভাপতি রণজিৎ কাশ্যপ এবং স্থানীয় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরে শহিদ মহেশচন্দ্র শর্মার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি।অজয় মহাওয়ার বলেন, "স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহে আমাদের শহিদদের স্মৃতিসৌধে যাওয়া হৃদয়কে গর্বে ভরিয়ে দেয়। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সেই বীর আত্মাদের স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার করে তাঁদের প্রতি আমাদের ঋণ শোধের একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা করেছি।"

উত্তর-পূর্ব দিল্লির মৌজপুর চকে শহিদ মেজর আশারাম ত্যাগীর স্মৃতিসৌধেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। দিল্লি বিজেপির সহ-সভাপতি বিনোদ বাচেতি, বিধায়ক জিতেন্দ্র মহাজন, নবীন শাহদারা জেলার সভাপতি মাস্টার বিনোদ এবং স্থানীয় দলীয় কর্মীরা এতে অংশ নেন। পরে শহিদ মেজর ত্যাগীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

জিতেন্দ্র মহাজন বলেন, "আমাদের শহিদদের স্মরণ করা এবং তাঁদের স্মৃতিসৌধের সেবা করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের কর্তব্য।"

এদিকে, নাজাফগড়ের শহিদ ভগৎ সিং চকে দিল্লি বিজেপির সহ-সভাপতি রাজেশ ভাটিয়া এবং কিষান মোর্চার সভাপতি দেবেন্দ্র সোলাঙ্কি পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন। পরে শহিদ ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।

হাইওয়ে প্রকল্পের ১৮৭ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ, রিলায়েন্স ইনফ্রার বিরুদ্ধে মামলা ইডির

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): হাইওয়ে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ প্রায় ১৮৭ কোটি টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অনিল আম্বানি গোষ্ঠীর সংস্থা রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের (আরআইএল) বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর আওতায় মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রবিবার এক বিবৃতিতে তদন্তকারী সংস্থাটি জানিয়েছে, দিল্লির একটি বিশেষ আদালতে শনিবার এই অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের পাশাপাশি সতীশ শেঠ এবং আরও কয়েকজনের নামও অভিযোগপত্রে রয়েছে। পিএমএলএ-র ৩ নম্বর ধারা এবং ৩ নম্বর ধারার সঙ্গে ৭০ নম্বর ধারা মিলিয়ে প্রযোজ্য বিধানের অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য পিএমএলএ-র ৪ নম্বর ধারায় শাস্তির বিধান রয়েছে।ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)-র বরাদ্দ করা চারটি টোল-রোড প্রকল্প থেকে সরকারি অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার একটি সংগঠিত চক্রান্ত করা হয়েছিল। প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল ত্রিচি-করুর (এনএইচ-৬৭), ত্রিচি-দিণ্ডিগুল (এনএইচ-৪৫), সেলম-উলুন্দুরপেট (এনএইচ-৬৮) এবং জয়পুর-রিংগাস (এনএইচ-১১)।ইডির দাবি, এনএইচএআই-এর অনুদান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণের মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলির অর্থায়ন করা হয়েছিল। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রায় ১৮৭ কোটি টাকা ভুয়ো সাব-কন্ট্রাক্টিং কাজের নামে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই লেনদেনকে বৈধ বলে দেখাতে পরে তৈরি করা নথি, পূর্ববর্তী তারিখের নথি এবং কাল্পনিক ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ইডির। তদন্তকারী সংস্থার মতে, অর্থ প্রথমে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ উদ্দেশ্য সংস্থা (এসপিভি) এবং ইপিসি ঠিকাদারদের মাধ্যমে নির্মাণ ঠিকাদারদের কাছে যায়। এরপর সেই অর্থ এমন একাধিক শেল সংস্থার কাছে স্থানান্তর করা হয়, যাদের সড়ক নির্মাণের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না।ইডির অভিযোগ, পরবর্তীতে ওই অর্থের লেনদেনকে প্রকল্পের বৈধ খরচ হিসেবে দেখানোর জন্য নথি তৈরি করা হয়। শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অর্থের স্তরীকরণ করা হয় এবং এর একটি অংশ হীরে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেও ঘোরানো হয় বলে তদন্তে জানা গিয়েছে।এই মামলায় গত ৩ আগস্ট ইডি প্রায় ১৮৭ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অস্থাবর সম্পত্তি, রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেডের শেয়ার, যা রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের হাতে ছিল, এবং ক্ষীরাব্ধ কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন জমি।এই মামলায় সতীশ শেঠকে গত ১২ জুন গ্রেফতার করা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। মুম্বই পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)-এর ২০২৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি এই তদন্ত শুরু করে। ওই এফআইআরে জাল নথি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে শেল সংস্থা তৈরি ও পরিচালনা এবং ভুয়ো ইনভয়েস ও অতিমূল্যায়িত হীরে আমদানির আড়ালে অর্থ স্থানান্তর ও বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ ছিল।

মামলায় আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত

আবুধাবি, ৯ আগস্ট (আইএএনএস): হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি-র একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরাত-র বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই হামলা আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ নৌ-চলাচল সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন ২৮১৭-এর সরাসরি লঙ্ঘন।বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই রেজোলিউশনে আন্তর্জাতিক জলপথে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক জাহাজকে নিশানা করা এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক পথের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেওয়ার বিরোধিতা করা হয়েছে। এডিএনওসি হল আবুধাবি সরকারের মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা এবং উৎপাদনের নিরিখে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল সংস্থা।সংযুক্ত আরব আমিরাত-র বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজকে নিশানা করা এবং অর্থনৈতিক চাপ বা 'ব্ল্যাকমেল'-এর হাতিয়ার হিসেবে হরমুজ প্রণালিকে ব্যবহার করা ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস-এর 'জলদস্যুতা' এবং এটি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি।সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানকে এই ধরনের 'আগ্রাসী হামলা' অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত শত্রুতামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তভাবে পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইরানকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও জানিয়েছে আবুধাবি।অন্যদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান দেশের অধিকার রক্ষায় আলোচনার পথ অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তবে কোনও পরিস্থিতিতেই ইরানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যাবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।শুক্রবার প্রকাশিত তাঁর দফতরের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পেজেশকিয়ান আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন, আমেরিকা সমঝোতাপত্র অনুযায়ী নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে ইরানও তার দায়বদ্ধতা বজায় রাখবে। তবে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে ইরানের পক্ষেও সেই প্রতিশ্রুতি মেনে চলার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না বলে জানান তিনি।

জুন মাসে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ওই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী, ৬০ দিনের মধ্যে দুই দেশের আলোচনার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছনোর কথা ছিল। তবে দুই দেশের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় সেই আলোচনা আদৌ এগোবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সোনামুড়ায় যৌথ অভিযানে এসকফ সিরাপ ও ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার, বাইক ফেলে পালাল পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের যৌথ অভিযানে নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। পৃথক দুটি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে এসকফ সিরাপের ২৫টি বোতল এবং মোট ৩৪ কেজি গাঁজা। ঘটনায় একটি বাইকও উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত ইউএনসি নগর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশ ও বিএসএফের গাড়ি দেখতে পেয়ে একটি বাইক দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে যৌথ বাহিনী বাইকটির পিছু ধাওয়া করলে চালক একটি প্লাস্টিকের ব্যাগসহ বাইকটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ওই ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ২৫টি এসকফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করা হয়। বাইক ও উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রী থানায় নিয়ে গিয়ে পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে, শনিবার রাতে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বাতাদোলা-বলেড়ঢেপা সীমান্ত সড়কে মোবাইল ডিউটি চলাকালীন আরও একটি অভিযান চালানো হয়। সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে সেখানে লুকিয়ে রাখা মোট ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার ও জব্দ করা হয়। দুটি ঘটনায় উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীর সঙ্গে কারা জড়িত এবং সেগুলি কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বিএসএফ। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

গোমতী জেলায় 'হর ঘর তেরঙ্গা-২০২৬' কর্মসূচির সূচনা, উদয়পুরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: দেশব্যাপী পালিত 'হর ঘর তেরঙ্গা-২০২৬' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ থেকে গোমতী জেলাতেও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো এই বিশেষ উদ্যোগ। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে উদয়পুর শহরে এক বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর র‍্যালির আয়োজন করা হয়, যা শহরবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালির সূচনা করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। তিনি সবুজ পতাকা নেড়ে র‍্যালির শুভ সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, পুর পরিষদের বিভিন্ন কাউন্সিলর, যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের গোমতী জেলার সহ-অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস এবং উদয়পুর মহকুমা শাসক ত্রিদিব সরকারসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। র‍্যালিটি উদয়পুর রাজর্ষি হল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। জাতীয় সড়ক, জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম পাড়, জামতলা, সেন্ট্রাল রোড এবং হাসপাতাল রোড অতিক্রম করে পুনরায় আট নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রাজর্ষি হল প্রাঙ্গণে এসে র‍্যালির সমাপ্তি ঘটে। গোটা পথজুড়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। র‍্যালির সূচনায় পরিবেশন করা হয় জাতীয় সংগীত, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতিকে আরও জোরদার করে। পরবর্তীতে উপস্থিত অতিথিরা 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা জানান, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দেশের প্রতিটি নাগরিককে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উৎসাহিত করা। এর মাধ্যমে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধকে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে বলে তারা মত প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে এই উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উল্লেখ্য, আগামী কয়েকদিন ধরে গোমতী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে 'হর ঘর তেরঙ্গা-২০২৬' কর্মসূচিকে ঘিরে নানা সচেতনতামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বনজ সম্পদের মধ্যে এক সুসম্পর্ক রয়েছে: বন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সুকান্ত একাডেমীতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল ভাবনা হল 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী- ত্রিপুরার বনজ বাস্তুতন্ত্রের রক্ষক'। বনদপ্তরের অধীন আই জিডি সি ক্রিফ্ল্যাট প্রজেক্ট, স্ক্যাটফর্ম প্রজেক্ট এবং এলিমেন্ট প্রজেক্ট এর যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনগণকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্মান জানানো প্রয়োজন। এরাই বনজ সম্পদের অন্যতম রক্ষক। আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বনজ সম্পদের মধ্যে এক সুসম্পর্ক রয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনগন বনজ বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছড়াও তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাজ্যের আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বন দপ্তরের পি সি সি এফ আর. কে. সামাল তার বক্তব্যে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের তাৎপর্য এবং রাজ্যের ১৯ জনজাতি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এছড়াও উপস্থিত ছিলেন স্ক্যাটফর্ম প্রজেক্ট-এর সিইও ভানুমতী জি, রাজ্য সরকারের সচিব কে. শশী কুমার, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিকাশ রায় দেববর্মা প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দ্বারা ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী হস্তশিল্প সামগ্রীর প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জনজাতি শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চড়িলামে কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ আগস্ট: চড়িলাম বাজার স্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশালগড় জেলা কংগ্রেস ও চড়িলাম ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালন করা হয়। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ধূপকাঠি ও মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা, চড়িলাম ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তারামিয়া সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীসহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। একইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান তাঁরা। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও সেই সময়কার আত্মত্যাগের কথা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই দিনটি প্রতি বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়।

গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন

আগরতলা, ৯ আগস্ট: গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। এবারের বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল বার্তা ছিল "আদিবাসী জনগণের সম্মান প্রদান: জীবন ও সংস্কৃতি রক্ষা"। দিবসটি উপলক্ষে আগরতলার ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী থেকে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। পথসভায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। বক্তারা বলেন, আদিবাসী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও জীবনধারাকে সুরক্ষিত রাখতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বিশ্ব আদিবাসী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আদিবাসী সমাজের অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষার পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয় এদিনের কর্মসূচিতে।

সূর্যমনিনগরের বাসিন্দারা

● আটের পাতার পর

চলাচলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। জল জমে থাকা গর্তের গভীরতা বোঝা না যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। রবিবার দুপুরে এলাকার একাধিক বাসিন্দা একত্রিত হয়ে রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন আসার আগে জনপ্রতিনিধিরা এলাকার উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও নির্বাচনের পর সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি গুরুত্ব পায় না। স্থানীয়দের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দুরবস্থার কারণে তাঁদের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। জরুরি পরিষেবা ও দৈনন্দিন চলাচলের ক্ষেত্রেও ভোগান্তি বাড়ছে। তাই আর দেরি না করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার, এলাকাবাসীর এই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসন কবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পড়ুয়ার মৃত্যু, শোক

● প্রথম পাতার পর

করেন এবং সাহায্যের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের ডাকেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনী ও পুলিশকে। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। পরে জলে ডুবে থাকা দুই যুবককে উদ্ধার করা হয়। এরই মধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খোয়াই থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া দুই যুবককে পুলিশের গাড়িতে করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে খোয়াই জুড়ে। ঘটনার পর এলাকায় নেমে আসে শোকের আবহ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সরকারকে ঃ জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

বিপুল অর্থের বিনিময়ে বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাগুলিকে রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথকে কটাক্ষ করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বর্তমানে কৃষি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। স্মার্ট মিটার প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার দাবি, এই ব্যবস্থার উপর রাজ্য সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁর অভিযোগ, স্মার্ট মিটার পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার প্রভাব রয়েছে এবং এর ফলেই সাধারণ মানুষকে বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আগেই সরকারকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অতীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ওঠা রাজনৈতিক চাপের প্রেক্ষাপটে যেভাবে পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, সেই প্রসঙ্গ টেনে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথকেও সতর্ক হওয়ার বার্তা দেন তিনি। তাঁর দাবি, মানুষের ক্ষোভকে উপেক্ষা করলে আগামী দিনে রাজনৈতিকভাবে তার জবাব দিতে হবে সরকারকে। বিরোধী দলনেতা অবিলম্বে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

রাজ্যের প্রতিটি স্তরের মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার ধারাবাহিকভাবে নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: বর্তমান রাজ্য সরকার জনকল্যাণমুখী সরকার। রাজ্যের প্রতিটি স্তরের মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার ধারাবাহিকভাবে নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সরকার সকল মানুষের কল্যাণে রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে কাজ করে চলেছে। আজ আগরতলা পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে সুপ্রা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েক বছরে নানা পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। ডিজিট্যাল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, টেলিমেডিসিন, ট্রমা সেন্টার, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সহ প্রতিটি বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের প্রধান জিবিপি হাসপাতালের রোগীদের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৪১৩টি করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলার প্রধান হাসপাতালগুলির পাশাপাশি জেলা হাসপাতালগুলিতেও বর্তমানে রোগীদের শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে রাজ্যে বর্তমানে রেফারেল রোগীর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। বহিঃরাজ্য গিয়ে অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা আরো কমিয়ে আনতে হবে। রাজ্যেই এখন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের ১০০ শয্যা বিশিষ্ট্য একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল গড়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে রোগীদের সাথে আসা আত্মীয় স্বজনদের নানা সুবিধার্থে জিবিপি হাসপাতালে একটি ভারত মাতা ক্যান্টিন খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনায় বিভিন্ন রোগের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, টিটিএএডিসি এলাকায় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের সুস্থ রাখতে রাজ্যে টিকাকরণে ব্যাপক সফলতা এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানেও ১০০ শতাংশ সফলতা এসেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপ্রা মাল্টি স্পেশালিষ্ট হাসপাতালের স্থপতি সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন সুপ্রা মাল্টি স্পেশালিষ্ট হাসপাতালের এম ডি ডা. রাজীব দেবনাথ। হাসপাতাল উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

স্মার্ট মিটার ও সোলার প্যানেল বসিয়ে বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ, দুশ্চিন্তায় খোয়াইয়ের গ্রাহক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: সোলার প্যানেল বসানোর পর বিদ্যুৎ বিল কমার পরিবর্তে কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে দুশ্চিন্তায় খোয়াই মহকুমার চেবরী পেকনীছড়া এলাকার এক গ্রাহক। তাঁর অভিযোগ, স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকেই প্রতি মাসে অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল আসছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁর। চেবরী পেকনীছড়া এলাকার বাসিন্দা সীমা দেবনাথ জানান, বিদ্যুতের বিভিন্ন সমস্যা থেকে স্বস্তি পাওয়ার আশায় সরকারের প্রকল্পের আওতায় তাঁর বাড়িতে তিন কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল স্থাপন করেন। সোলার প্যানেল বসানোর সময় তাঁর বাড়িতে একটি স্মার্ট মিটারও লাগানো হয়। গ্রাহকের দাবি, স্মার্ট মিটার বসানোর আগে তাঁর বাড়িতে প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিল আসত প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। কিন্তু বর্তমানে সেই বিল বেড়ে প্রতি মাসে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এতে তিনি আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি চরম মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন বলে জানান সীমা দেবনাথের বক্তব্য, সোলার প্যানেল স্থাপনের আগে তাঁকে জানানো হয়েছিল, বাড়ির প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে তা সরকারের কাছে যাবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যুৎ বিল কমার পরিবর্তে তা কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি হতাশ। তিনি আরও জানান, বিলের পরিমাণ কমানোর জন্য সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়ির বারান্দার আলো বন্ধ রেখে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু আলো ব্যবহার করেও দেখেছেন। কিন্তু তাতেও বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে তাঁর দাবি। সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও সমাধান পাননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। ফলে একদিকে বাড়তি বিদ্যুৎ বিল, অন্যদিকে সোলার প্যানেল বসানোর কিস্তিদুইয়ের খরচ কীভাবে সামলাবেন, তা নিয়েই এখন দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি। সীমা দেবনাথ বলেন, তাঁর মতো পরিস্থিতিতে যাতে অন্য কোনও গ্রাহক না পড়েন, সেজন্য সোলার প্যানেল ও স্মার্ট মিটার বসানোর আগে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ দপ্তর বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখে অস্বাভাবিক বিলের কারণ নির্ধারণ করে সমস্যার সমাধান করুক।

খুমতয়া বাজারে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা,৯ আগস্ট: আইপিএফটি খুমলুঙ বিভাগ কমিটির উদ্যোগে বেলবাড়ি আর ডি ব্লকের সংলগ্ন খুমতয়া বাজারে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াটিয়া। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন যুব-আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক রবি দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিশ্ব আদিবাসী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে আইপিএফটির দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বেলতলীতে পথ অবরোধ

● আটের পাতার পর

এসডিপিও, এডি নগর থানার ওসি-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও আলোচনার পর বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও উত্তেজনা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। একইসঙ্গে অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

করছে শাসকদল ঃ সুদীপ

● আটের পাতার পর

ছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা স্মরণ করেন তাঁরা। কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ৯ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনেই মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আজকের সময়েও কংগ্রেসের কাছে অহিংস আন্দোলনের আদর্শ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর দাবি, বর্তমানে শাসকের হাতে বন্দুক নেই, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তি রয়েছে। পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও এই শক্তি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক আদর্শকে সামনে রেখে গণতন্ত্র, শান্তি ও অহিংসার পথে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দেওয়া হয় এদিনের কর্মসূচি থেকে।

কড়া নজরদারি পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

বলে জানা গেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই বিশেষ নজরদারি বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। আইজি আইনশৃঙ্খলা জানান, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যানবাহন চলাচলে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের নজরদারি ও যানবাহন পরীক্ষা আরও জোরদার করা হবে। আগামী দিনগুলিতেও নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকার : বিদ্যুৎ মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নয়। তবে বিল সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা নিয়ে সরকার বিস্তারিত আলোচনা করেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক বৈঠক ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং শীঘ্রই সরকারি পর্যায়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন সরকার নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে না। মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিকে, সার্ভার সংক্রান্ত সমস্যার কারণে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার প্রিপেইড মিটার গ্রাহক রিচার্জ করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছেন বলে জানান মন্ত্রী। তাঁদের স্বস্তি দিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন গ্রাহকরা চাইলে তাঁদের বকেয়া রিচার্জের অর্থ ছয় মাসের মধ্যে কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। আবার কেউ চাইলে সম্পূর্ণ অর্থ একবারে পরিশোধ করার সুযোগও থাকবে। মন্ত্রী জানান, গ্রাহকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে ঃ সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়কের অভিযোগ, বিদ্যুৎ বিলের বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জের কারণে সাধারণ গ্রাহকদের মাসিক খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাঁর দাবি, আগে যে গ্রাহকদের মাসে প্রায় ৫০০-৬০০ টাকা বিল আসত, তাঁদের অনেকের এখন প্রায় ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত বিল দিতে হচ্ছে। আবার আগে যাঁদের বিল ১,৫০০ টাকার আশপাশে ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে তা বেড়ে ৩, ০০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। সুদীপ রায় বর্মন বলেন, "এটি মানুষের আয় বা জীবিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ছে, অন্যদিকে প্রতিদিন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?" তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপানোর পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা করে গ্রাহকদের স্বস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তিনি। এদিন অটো-রিকশা চালকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন কংগ্রেস বিধায়ক। তাঁর দাবি, ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং জরিমানা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে। বিদ্যুতের খরচ, কর, জরিমানা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান দামের কারণে সাধারণ মানুষের উপর একের পর এক আর্থিক চাপ তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সুদীপ রায় বর্মন বলেন, "সরকার ব্যাকফুটে আছে না ফ্রন্টফুটে, সেটি প্রশ্ন নয়। আমাদের দাবি খুবই স্পষ্টযে মানুষ সরকারকে ভোট দিয়েছে, সেই সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে হবে।" অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় চার্জ প্রত্যাহার করে দ্রুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি। এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান না হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়তে পারে বলেও মন্তব্য করেন কংগ্রেস বিধায়ক।

বিভ্রাটে দুর্ভোগে রোগীরা

● প্রথম পাতার পর

রোগীর আত্মীয়-পরিজনদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ না থাকায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও স্বাভাবিকভাবে পরিষেবা দিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এর ফলে চিকিৎসাধীন রোগীদের ভোগান্তি আরও বাড়ছে। জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা নতুন নয়। নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় রয়েছেন। এবার সেই সমস্যার প্রভাব পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, বিদ্যুৎ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা হোক। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের স্বার্থে জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মৃত্যু, চাঞ্চল্য কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

বিএসএফ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। বিএসএফ সূত্রের অভিযোগ, সন্দেহভাজন ওই দলটি পাচার কাজে যুক্ত ছিল এবং কর্তব্যরত কর্মীরা তাদের বারবার পিছু হটার জন্য সতর্ক করেছিল। তবে, যুবকরা সীমান্তের দিকে এগোতে থাকলে গুলি চালানো হয়। আর তাতেই তারা মিয়া গুরুতরভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার পর বিএসএফ ও ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ ইমরান আহমেদ জানান, "আজ সকাল প্রায় ১১টার সময় বাংলাদেশের এক মৃত ব্যক্তিকে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছে। বর্তমানে মরদেহটি মর্গে সংরক্ষিত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।"

মাস্টার্স স্পোর্টস উইংয়ের উদ্যোগে মাদকমুক্ত ভারত গড়ার কর্মসূচি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। মাস্টার্স স্পোর্টস উইং-এর উদ্যোগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর "মাদকমুক্ত অভিযান"-এর অংশ হিসেবে এক বিশেষ মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রজা পিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক প্রিয় লাল সাহা, কার্যকরী সভাপতি আশীষ কর, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, বি.কে. গৌরী বহিনজি, বি.কে. স্বপ্না বহিনজি, ইলা বহিনজি সহ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা। নেশামুক্ত ও সুস্থ যুবসমাজ গঠনের এই মহতী কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য অনুষ্ঠানটিতে মাস্টার্স স্পোর্টস উইং-কে "সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিশিয়েশন" প্রদান করা হয়।এছাড়াও ২০২০ সাল থেকে নিয়মিত রাজযোগ মেডিটেশন চর্চা করে পড়াশোনা ও খেলাধুলায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করায় মৌসুমী দেবকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি যুবসমাজকে মাদকের গ্রাস থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেলাধুলা এবং আধ্যাত্মিক চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শতাধিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিটি সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী জাতি গঠনে এক অনুকরণীয় পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

পলাশ দেবনাথের ৬ উইকেটে রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষ পিএম শ্রী রাণীনগর ইংলিশ মিডিয়াম ক্লাস ১২ স্কুলকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করলো রানীরবাজার বিদ্যামন্দির। ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পিএম শ্রী রাণীনগর স্কুল। তবে রানীরবাজার বিদ্যামন্দিরের ঘাতক বোলিং আক্রমণের সামনে তারা শুরু থেকেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৮.১ ওভারে মাত্র ৩৬ রানেই গুটিয়ে যায় পিএম শ্রী রাণীনগর স্কুলের পুরো ইনিংস। জবাবে ৩৭ রানের সহজ জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রানীরবাজার বিদ্যামন্দির মাত্র ৭.২ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলে ৯ উইকেটের একতরফা জয় ছিনিয়ে নেয়। এই দুর্দান্ত জয়ের মূল কারিগর ছিলেন রানীরবাজার বিদ্যামন্দিরের বোলার পলাশ দেবনাথ। তিনি একাই বিধ্বংসী বোলিং করে মাত্র ৫ রান খরচ করে বিপক্ষ দলের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। বোলিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে দলকে ফাইনালে তোলার পাশাপাশি ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ) খেলোয়াড়ের খেতাবও নিজের নামে করে নেন পলাশ।

ইনফান্তিনোকে সরাতে অভিযোগ অপপ্রচার, ফিফার পাল্টা হুঁশিয়ারি

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে দুর্বল করতে 'সমন্বিত' প্রচেষ্টা চলছে—এমন অভিযোগ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। শনিবার এক দীর্ঘ বিবৃতিতে ফিফা বলেছে, ইনফান্তিনোকে নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু অভিযোগ ও সংবাদে 'ভিত্তিহীন দাবি' এবং 'প্রমাণিত মিথ্যা তথ্য' রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে হলে ফিফার গঠনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

ফিফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে কিছু পক্ষ ফিফা ও এর সভাপতিকে দুর্বল করার জন্য সমন্বিত ও চলমান প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।'

সংস্থাটির ভাষ্য, যাঁদের ফিফার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সমর্থন নেই, তাঁরা অভিযোগ, ইঙ্গিত কিংবা ভুল তথ্যের মাধ্যমে এমন কিছু অর্জনের চেষ্টা করতে পারেন না, যা ফিফার নির্ধারিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়।

২০২৭ সালে ফিফা সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী ইনফান্তিনো। তাঁর নেতৃত্বের বিরোধিতায় সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে সরব ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। এর মধ্যে ফিফার বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক আয় ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র বিরোধ তৈরি হয়। উয়েফার পাশাপাশি কনক্যাকাফ ও এএফসির আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসে ফিফা। তবে এরপরও ইনফান্তিনোর নেতৃত্ব নিয়ে উয়েফার আপত্তি থামেনি। এমনকি ফিফার প্রতিযোগিতা বয়কটের হুমকিও দিয়ে রেখেছে ইউরোপীয় সংস্থাটি।

এর মধ্যেই ইনফান্তিনোর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও নতুন অভিযোগ সামনে এসেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফের দাবি, উয়েফার জেনারেল সেক্রেটারি থাকাকালে ইনফান্তিনোর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন এক নারী। পরে উয়েফা ছেড়ে যাওয়ার সময় তাঁকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েছিল সংস্থাটি। উয়েফার বর্তমান প্রশাসন অর্থপ্রদানের খবর নিশ্চিতও করেছে।

এ ধরনের খবর ও অভিযোগের প্রেক্ষাপটেই এবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ফিফা। সংস্থাটি বলেছে, ইনফান্তিনো সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁদের দেওয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ীই দায়িত্ব পালন করছেন।

ফিফার ভাষায়, 'ফিফা সভাপতি নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোনো প্রক্রিয়াকে আমরা সমর্থন, সহযোগিতা বা সহায়তা করব না, যা ফিফার গঠনতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠিত পরিচালন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

সাম্প্রতিক অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ফিফা। সংস্থাটির দাবি, কিছু প্রতিবেদনে ফিফা ও এর সভাপতিকে নিয়ে ভিত্তিহীন দাবি করা হয়েছে, 'অনুমান ও ইঙ্গিতকে তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয়। কোনো অভিযোগ বারবার বলা হলেই সেটি সত্য হয়ে যায় না।'

ফিফা গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায় উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, 'তবে সমালোচনার সুযোগ নিয়ে তথ্য বিকৃত করা, ভিত্তিহীন অভিযোগকে বড় করে তোলা কিংবা অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা যাবে না। কোনো প্রতিবেদন ভুল বা বিভ্রান্তিকর হলে ফিফা তার সরাসরি ও কঠোর প্রতিবাদ করবে।'ইনফান্তিনো অবশ্য নেতৃত্বের প্রশ্নে একেবারে একা নন। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল জানিয়েছে, দ্রুত কোনো প্রক্রিয়ায় ইনফান্তিনোকে সরানোর উদ্যোগে তারা সমর্থন দেবে না। আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনও (সিএএফ) তাঁর প্রতি 'সর্বসম্মত সমর্থন' জানিয়েছে।

৬৫তম আন্তর্জাতিক সুব্রত মুখার্জী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ আগস্ট।। ৬৫ তম আন্তর্জাতিক সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে উদয়পুর রমেশ স্কুলে।সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠে আন্তর্জাতিক সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলার চূড়ান্ত পর্যায়ে গোমতী জেলা ভিত্তিক স্কুল টুর্নামেন্টের ১৭ বছরের নিচে ফুটবলারদের সাথে স্পোর্টস স্কুল বাধারঘাট একাদশের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ৩৫ মিনিটে কোন দলই গোল করতে পারেনি দ্বিতীয় আর্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় গোমতী জেলার গড়িয়া একাডেমীর অমিত দেববর্মা প্রথম গোলটি করেন।দ্বিতীয় আর্ধের ২১মিনিটের মাথায় স্পোর্টস স্কুলের খেলোয়াড় গোল করে খেলায় সমতা নিয়ে আসেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় এক- এক।স্পোর্টস স্কুল ফেডারেশন ফুটবলের নিয়ম অনুসারে প্রথম এবং দ্বিতীয় অর্ধে খেলার নিষ্পত্তি না হলে পেনাল্টি শট এর মাধ্যমে খেলা নিষ্পত্তি ঘটবে। এ পর্যায়ে উভয় দলের পাঁচটি করে পেনাল্টি শটের মধ্যে গোমতী জেলার গড়িয়া একাডেমীর ফুটবল প্লেয়াররা তিনটিতে গোল করেন অপরদিকে স্পোর্টস স্কুল আগরতলা ৫ টি পেনাল্টি শটের মধ্যে দুটিতে গোল করতে পেরেছেন।ফলে পেনাল্টি পাঁচটি শটের মধ্যে একটি বেশি গোল করে গোমতী জেলা ফুটবল টিম সর্বমোট চার- তিন গোলে স্পোর্টস স্কুল আগরতলার খেলোয়ারদের হারিয়ে ৬৫ তম আন্তর্জাতিক সুব্রত মুখার্জি কাপ ত্রিপুরার জয়ের খেতা অর্জন করে। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি এবং পুরস্কার তুলে দেন স্কুল স্পোর্টসের জয়েন ডিরেক্টর পাইমন মগ, এছাড়াও বিধায়ক জিতেন চৌধুরী, উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়। চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ দলের হাতে ট্রপি শংসাপত্র তুলে দেন।আগামী কিছুদিনের মধ্যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৬৫ তম আন্তর্জাতিক সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন গোমতী জেলা ফুটবল একাদশ, সেই ম্যাচের ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে আছে ত্রিপুরার ফুটবল প্রেমিরা

সাড়ম্বরে সমাপ্ত রাজ্যভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং ক্যারাম প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।অল ত্রিপুরা ক্যারম অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত দু''দিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক ত্রিপুরা স্টেট র‍্যাঙ্কিং ক্যারম প্রতিযোগিতা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবিবার সাড়ম্বরে সমাপ্ত হয়।গতকাল শনিবার রামঠাকুর সংঘের হলঘরে এই টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অভিজ্ঞ ও উদীয়মান ক্যারম খেলোয়াড়দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতাটি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। প্রসঙ্গত, এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কমল দে সহ আরো অনেকে।তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে শীর্ষ র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেন যথাক্রমে, চ্যাম্পিয়ন অমিতাভ বণিক এবং রানার্স আপ রাজেশ দেববর্মা।এছাড়া অন্যান্য স্থানাধিকারীরা হলেন রাজেশ সাহা,সৌমেন দাস, তাপস দাস, চন্দন সরকার,রাজু দাস ও চিন্ময় দেবনাথ।টুর্নামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী এবং সেরা র‍্যাঙ্কিং অর্জনকারী খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অল ত্রিপুরা ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।পাশাপাশি প্রতিযোগিতাটিকে সফল করে তোলার বিভিন্ন মাধ্যম এগিয়ে আসায় সবাইকে অভিনন্দন জানালেন অল ত্রিপুরা ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দাস।

পরের আইপিএলে খেলবেন না অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা ! বড় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত কামিন্সদের কোচের

সিডনি: পরের আইপিএলে মিচেল স্টার্ককে পাবে না দিল্লি ক্যাপিটালস? সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলবেন না প্যাট কামিন্স? কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে দেখা যাবে না ক্যামেরন গ্রিনকে?

অস্ট্রেলিয়ার হেড কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ইঙ্গিত দিয়েছেন, পরের আইপিএলে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের ছাড়া নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিশেষ করে ফাস্টবোলারদের যত্নে রাখা নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন অজি কোচ।

পরের ১২ মাসে ২০টি টেস্ট ম্যাচ ও ১৪টি সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে টানা ক্রিকেট। জিম্বাবোয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৬টি ওয়ান ডে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনটি টেস্ট, ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আটটি সীমিত ওভারের ম্যাচ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪টি টেস্ট, ভারতের মাটিতে ৫টি টেস্ট, তারপর মার্চ মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেড়শোতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঘরের মাঠে একটি টেস্ট ও জুন-জুলাই মাসে পাঁচ টেস্টের অ্যাশেজ। সঙ্গে থাকছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ফাইনালের টিকিট প্রায় পাকা করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। সব মিলিয়ে ঠাসা সূচি। সঙ্গে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিশ্বকাপের আগে আরও কয়েকটি সিরিজের পরিকল্পনাও রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের পাঁচ নিয়মিত ক্রিকেটার - কামিন্স, স্টার্ক, জশ হ্যাজেলউড, গ্রিন ও ট্র্যাভিস হেড আইপিএলে খেলেন। তবে পরের আইপিএলের আগে তাঁদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

ক্রিকইনফোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ''আমি জানি লোকে আইপিএল নিয়ে কথা বলতে শুরু করবে। সেই সময়টা কীভাবে বার করা হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। আইপিএলও আমাদের পরিকল্পনায় থাকে এবং আমরা চাই আমাদের সেরা প্লেয়াররা আইপিএলে খেলুক কারণ টি-২০ ক্রিকেটে সেটাই সেরা টুর্নামেন্ট। প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স আরও ভাল হয় এতে। তবে ভারসাম্য রাখতে হবে।''

গত আইপিএলেও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি। চোট সারিয়ে উঠে দেরিতে যোগ দিয়েছিলেন স্টার্ক, কামিন্সরা।

ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ''আমি জানি লোকে দেশ বনাম ফ্র্যাঞ্চাইজির সেই আলোচনায় ঢুকে পড়বে। তবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল পেসারদের শরীর যাতে তরতাজা থাকে, সেটা নিশ্চিত করা। ২০-২১টি ম্যাচে সকলকে সুযোগ দেওয়া। মেডিক্যাল টিম ও কোচেদের সঙ্গে কথা বলে প্লেয়াররা সিদ্ধান্ত নেবে। ওরা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে চায়। আইপিএলের পরই অ্যাশেজ রয়েছে। আশা করা যায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলব ও তারপরই বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়ার কাছে অনেকগুলি প্রাধান্য পাওয়ার মতো সিরিজ রয়েছে। আমাদের কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।''

প্যারা অ্যাথলেটদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। খেলোয়ারদের স্বাস্থ্য বিষয়ক খোঁজখবরের পাশাপাশি ক্রীড়া প্রসারের অংশ হিসেবে নেতাজি চৌমুহনীস্থ এনএসআরসিসি-তে প্যারা অ্যাথলেটদের জন্য এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরে সারা রাজ্য থেকে ৫০ জনেরও বেশি প্যারা অ্যাথলেট স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই মহতী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, চেয়ারম্যান রতন সাহা, সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, সম্পাদক সুজিত রায় এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। স্বাস্থ্য শিবিরটিতে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেটদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান ছাড়াও রক্তে শর্করার মাত্রা (ব্লাড সুগার) ও বিএমআই পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাশাপাশি, প্রত্যেক অ্যাথলেটকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য শিবির সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এনএসআরসিসি প্রাঙ্গণেই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অ্যাথলেটদের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

খোয়াইয়ের জাম্বুরায় ম্যারাথন দৌড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।শরীর চর্চা ও সুস্থ জীবন যাপনের বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে খোয়াইয়ের জাম্বুরা বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল ৫ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রবিবার সকালে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।এদিন সকাল ৭টায় সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ম্যারাথন দৌড়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার ক্লাবের সভাপতি বিজয় কুমার দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে প্রতিযোগীরা দৌড় শেষ করেন।ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে জাম্বুরাস্থিত রঞ্জন রায় স্মৃতি কমিউনিটি হলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার ক্লাবের সভাপতি বিজয় কুমার দেবনাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য তথা খোয়াই মণ্ডল সভাপতি অনুকূল চন্দ্র দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাম্বুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।অনুষ্ঠানে অতিথিরা ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এদিনের বক্তব্যে বক্তারা নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বর্তমান সময়ে ব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণে মানুষের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের প্রবণতা কমছে বলে উল্লেখ করে তাঁরা সুস্থ শরীর ও সুস্থ মানসিকতার জন্য নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়ামের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার ক্লাবের এই উদ্যোগ আগামী দিনেও যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে এবং সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

টানা তিনবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ! টিকিট পেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভরসা কোন সমীকরণ ?

শেষবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা গিয়েছিল ২০১৯ সালে। সেবারও অবশ্য সরাসরি নয়, কোয়ালিফায়ার খেলে বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছিল ক্যারিবিয়ান দল। চারবছর পর ছবিটা আরও খারাপ হয়। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের মূল পর্বেই জায়গা করে নিতে পারেনি দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

এবারও কি সেই একই পথে হাঁটতে হবে? আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলে বিশ্বকাপে যেতে গেলে ফের কোয়ালিফায়ারের উপরেই নির্ভর করতে হবে তাদের। কিন্তু কেন এমন হল? আগামী বছরের বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ হিসাবে সরাসরি জায়গা পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে। আয়োজক হলেও আইসিসি-র পূর্ণ সদস্য না হওয়ায় নামিবিয়াকে খেলতে হবে যোগ্যতা অর্জন পর্ব। পূর্ণ সদস্য দেশগুলির জন্য বাকি আটটি জায়গা নির্ধারিত ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে।সেখানেই পিছিয়ে পড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ হওয়ার পর ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরে নেমে গিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। তাদের উপরে রয়েছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশের পয়েন্ট ৮৩। আফগানিস্তানের ৯০। বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বরের কাট-অফের মধ্যে প্রথম আটে থাকতে হবে। সমস্যা হল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগে থেকেই প্রথম আটের বাইরে ছিল। তার উপর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের জয় ক্যারিবিয়ানদের শেষ আশাটুকুও কার্যত শেষ করে দিয়েছে। ফলে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম আটে ফিরে সরাসরি বিশ্বকাপে যাওয়ার দরজা বন্ধ।ভারতের বিরুদ্ধে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সেই সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জিতলেও পরিস্থিতি বদলাবে না। ৩০ সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ফিরে আসার মতো অবস্থায় নেই তারা। অর্থাৎ ভরসা সেই কোয়ালিফায়ার। বিশ্বকাপে খেলার জন্য আবারও বাছাই পর্বের পরীক্ষায় বসতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। যে দল এক সময় দাপটের সঙ্গে ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ — পর পর দু'টি ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের এমন দশা। বারবার সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট হাতছাড়া হওয়ার ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, সমস্যাটা অনেক গভীরে।

বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ সেপ্টেম্বরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর আগরতলার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল টাউন হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৫০ তম রাজ্যভিত্তিক শরীরচর্চা প্রতিযোগিতা। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ঘোষণা করতে রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলার খোশবাগান এলাকায় এক অভিজাত হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে অল ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন। সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাদল সাহা জানান, রাজ্যজুড়ে সুস্থ জীবনশৈলী ও শরীরচর্চার প্রসার ঘটাতে এবং উদীয়মান অ্যাথলেটদের জন্য উপযুক্ত মঞ্চ তৈরি করতেই প্রতি বছরের মতো এবারও এই রাজ্যস্তরের চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও স্থানাধিকারী শরীরচর্চাবিদদের আকর্ষণীয় ট্রফির পাশাপাশি নগদ আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। সমগ্র ত্রিপুরা থেকে বিপুলসংখ্যক বডি বিল্ডার ও অ্যাথলেট এই ৫০ তম আসরে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন উদ্যোক্তারা। রাজ্যবাসীকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ প্রদান করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি ক্রীড়াপ্রেমীদের উপস্থিতিতে এই সুবর্ণ জয়ন্তী প্রতিযোগিতা সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশাবাদী অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে রুপো বসন্তের হাই জাম্পে ভারতের নতুন ইতিহাস

বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে আবারও উজ্জ্বল ভারত। পুরুষদের হাই জাম্পে রুপোর পদক জিতেছেন বসন্ত। তিনি ২.২১ মিটার লাফিয়ে নিজের সেরা পারফরম্যান্সের নজির ছুঁয়েছেন তিনি। বিশ্ব অনূর্ধ-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে এটি ভারতের দ্বিতীয় পদক।আলজেরিয়ার ইউনেস আয়াচি এবং গ্রেট ব্রিটেনের ওটিস পুল, দু'জনেই ২.২১ মিটার উচ্চতা পার করেছিলেন। তবে কে কোন পদক পাবেন, তা ঠিক হয় কতবার চেষ্টা করে তাঁরা এই উচ্চতা অতিক্রম করেছেন, তার ভিত্তিতে। আয়াচি প্রথম চেষ্টাতেই ২.২১ মিটার লাফিয়ে সোনা জেতেন। বসন্তের এই উচ্চতা পার করেন দু'টি প্রচেষ্টায়। আর পুলকে সফল হতে অপেক্ষা করতে হয় তৃতীয় চেষ্টার জন্য। তাই হিসাব অনুযায়ী রুপো পান বসন্ত এবং ব্রোঞ্জ পুলের।ভারতের হাই জাম্পে এই সাফল্য সত্যিই স্পেশাল। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স অনূর্ধ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের হাই জাম্পে প্রথমবার রুপোর পদক জিতেছে ভারত। বসন্তের এই পদক জয়ের পথটা ছিল বেশ কঠিন। তিনি ২.০৬ মিটার প্রথম প্রচেষ্টাতেই টপকে যান। এরপর ২.১২ মিটার পার করতে দু'বার চেষ্টা করতে হয়। তবে ২.১৭ মিটার তিনি আবার প্রথম চেষ্টাতেই পার করে দেন। এরপর তিনি লাফান ২.২১ মিটার। এই প্রচেষ্টাই তাঁকে রুপো এনে দেয়।একই উচ্চতায় আয়াচি প্রথম চেষ্টায় সফল হওয়ায় সোনার দৌড়ে এগিয়ে যান।

জমি চাই, বাড়ি করব ! মাঝরাতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি পন্থের ! সকালে উঠে জবাব দিলেন মন্ত্রীমশাই

মধ্যরাতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ আর্জি ঋষভ পন্থের। শনিবার সকালেই ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের আবেদনে সাড়া দিলেন পুষ্কর সিংহ ধামী। এই মুহূর্তে ভারতের টেস্ট দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় রয়েছেন পন্থ। সেখান থেকেই সমাজমাধ্যমে ধামীর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়করদাতা হয়ে শুক্রবারই শিরোনামে এসেছিলেন পন্থ।বিজেপিশাসিত উত্তরাখণ্ডে জমি কিনে বাড়ি করতে চান পন্থ। দিল্লির পাট চুকিয়ে নিজের রাজ্যে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে চান। তাই পছন্দমতো জমি কেনার জন্য সরাসরি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন। শুক্রবার রাত ১২.৪৬ মিনিটে সমাজমাধ্যমে ভেসে ওঠে পন্থের দীর্ঘ পোস্ট। তাতে তিনি লিখেছেন, "পুষ্কর ধামী স্যার, আপনি কেমন আছেন? আমি দিল্লি থেকে আবার উত্তরাখণ্ডে ফিরতে চাই। উত্তরাখণ্ডেই থাকতে চাই। কিন্তু বাড়ি করে থাকার জন্য সুবিধাজনক বড় জমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি উত্তরাখণ্ডকে ভালবাসি। আপনাকে আমার বিনীত অনুরোধ, দয়া করে আমায় জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য করুন। কারণ আজকাল স্বচ্ছতার অভাবে বিষয়টি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। আমি উত্তরাখণ্ডের হয়ে প্রচার করতাম। সে কারণে যে জমিটি আমার পাওয়ার কথা ছিল, সেটাও পাচ্ছি না। আমি এখন নিজের গ্রামে ফিরতে চাই। উত্তরাখণ্ডকে সাহায্য করতে চাই। পাহাড়ের মানুষদের পাশে থাকতে চাই। তিন বছর ধরে চেষ্টা করেও আমি জমি পাচ্ছি না। ধামী স্যার, দয়া করে আপনি বিষয়টি দেখুন। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম।"এই পোস্টের ১০ মিনিট পর আরও একটি পোস্ট করেন পন্থ। তাতে তিনি জমি কেনার বদলে উপহার পাওয়ার আবদার করেছেন। পন্থ লিখেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উপহার হিসাবে পেলে ভাল হত। তা সম্ভব না হলে আমি সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত দাম দিয়েও জমি কিনে নিতে পারি। তা হলে আমি নিজের রাজ্যে আমার নিজের প্রথম বাড়িটা তৈরি করতে পারব। অনুগ্রহ করে সাহায্য করুন। আমি সত্যিই জানি না, এগুলো কী ভাবে করতে হয়।"মধ্যরাতে করা পন্থের পোস্ট নজর এড়ায়নি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর। শনিবার সকালেই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে উত্তর দিয়েছেন ধামী। ২৮ বছরের ক্রিকেটারের উদ্দেশে তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "প্রিয় ঋষভ, তুমি উত্তরাখণ্ডের গর্ব। তোমার অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং কৃতিত্বের মাধ্যমে দেশ এবং বিশ্বজুড়ে দেবভূমির গৌরব বৃদ্ধি করেছ। মাতৃভূমির প্রতি তোমার ভালবাসা এবং এখানে ফিরে মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তোমার উদ্বেগের সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আইন মেনে সব রকম সাহায্য করবেন তাঁরা।"দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেললেও পন্থ আদতে উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা। তাঁর বাড়ি রুরকিতে। উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা হিসাবেই কর দেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে কর্পোরেট বাদে চতুর্থ সর্বোচ্চ কর দিয়েছেন পন্থ। গত অর্থবর্ষে ২৩.৮৪ কোটি টাকা আয়কর দিয়েছেন পন্থ।

রক্তদানের মতো মানবিক কাজে আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।। রক্তদান মানবতার প্রতি এক অনন্য অঙ্গীকার। এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে সহমর্মিতা, দায়বদ্ধতা ও সেবার মানসিকতাকে আরও শক্তিশালী করে। আজ আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে স্মৃতি ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজক এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মানুষের জীবন রক্ষায় যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, মানবিকতার স্বার্থে আরও বেশি মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। পুর ওয়ার্ডগুলি নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি এধরনের সামাজিক কাজও করে যাচ্ছে। এজন্য তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি যে, রক্তের কোন ধর্ম, বর্ণ হয় না। রক্তদানের মাধ্যমে মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায়। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার মানুষের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশনে অনেক পাম্প বসানো হয়েছে। আরো পাম্প বসানো হবে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আরও দ্রুত কাজ করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে জমা জল এখন ঘন্টা খানেকের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিন রক্তদান শিবিরের পর "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে স্মৃতি ক্লাবের এবারের দুর্গাপূজার থিমেরও আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

হনুমান মূর্তি ভাঙা ও শনি মন্দিরে হামলার অভিযোগ, প্রতিবাদে বেলতলীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: চারপাড়া শচীন্দ্রলাল এলাকায় হনুমান মূর্তি ভাঙা এবং শনি মন্দিরে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বেলতলী এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডুকলি প্রখণ্ডের নেতৃত্বে একদল সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চারপাড়া শচীন্দ্রলাল এলাকায় হনুমান মূর্তি ভাঙা হয়েছে এবং শনি মন্দিরেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বেলতলী এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ভেঙে দেওয়া হনুমান মূর্তিটি পুনরায় স্থাপন করা। পাশাপাশি চারপাড়া শচীন্দ্রলাল পঞ্চায়েতের প্রধান বিপ্লব মজুমদারের পদত্যাগের দাবিও জানান তাঁরা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আমতলী থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল- কাঁদায় বেহাল রাস্তা দুর্ভোগে সূর্যমনিনগরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে সূর্যমনিনগর বিধানসভার চৌমুহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাতিলেটা রেলব্রিজ সংলগ্ন রাস্তা। রাস্তার বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টির জল জমে সেই গর্তগুলি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় নিত্যদিন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই সমস্যা চললেও সংস্কারের জন্য কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের কাছে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। রাস্তার গর্তগুলিতে জল জমে থাকায় পথচারীদের পাশাপাশি ছোট-বড় যানবাহন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ছাড়ো আন্দোলন কর্মসূচিতে

রাষ্ট্রীয় শক্তিকে হাতিয়ার করছে শাসকদল ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'। সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতিকে স্মরণ করে রবিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে কর্মসূচির সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এরপর প্রদেশ কংগ্রেস ও বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন দলীয় নেতৃত্বরা। পরে দলীয় নেতৃত্বরা গান্ধীঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ভারত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দর এলাকা থেকে তিন বাংলাদেশি মহিলা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর (এমবিবি বিমানবন্দর) এলাকা থেকে তিন বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক তিন মহিলার নাম রোমি আক্তার (২৪), শিউলি আক্তার (২৯) এবং বিথি আক্তার (২৮)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, তাঁরা বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। পুলিশের দাবি, তিনজনেরই কলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা আগরতলায় এসেছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে কীভাবে এবং কার মাধ্যমে তাঁরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করেনি পুলিশ। ঘটনার পর এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ তিন মহিলার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ পুলিশ। আটক তিন বাংলাদেশি মহিলাকে সোমবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তাঁদের ভারতে প্রবেশের পদ্ধতি এবং এর সঙ্গে কোনও দালালচক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ।

গাঁজা কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ ত্রিপুরার পি.আর. বাড়ি থানার অন্তর্গত মানাইপাথর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় বাড়ির মালিক দুলাল মজুমদার এবং তাঁর ছেলে সাগর মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই রতন রবি দাস, পি.আর. বাড়ি থানার ওসি পি.আর. বারী, এসআই নিরন দেববর্মা, এসআই বিকাশ দেবনাথ এবং ডি.সি.এম বিলোনিয়া-সহ উদয়পুর জেলা মোবাইল ফরেনসিক টিমকে সঙ্গে নিয়ে মানাইপাথর এলাকার বাসিন্দা দুলাল মজুমদারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় বাড়ির ঘরের মেঝে খুঁড়ে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা চারটি প্লাস্টিকের ড্রাম উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। ড্রামগুলিতে থাকা শুকনো গাঁজা ওজন করে মোট ১২২.১০০ কেজি পাওয়া যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। তল্লাশি ও জব্দের যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর উদ্ধার হওয়া গাঁজা এবং টিআর -০৮ -ই- ০৬৫৬ নম্বরের একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই বাড়ির মালিক দুলাল মজুমদার এবং তাঁর ছেলে সাগর মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় পি.আর. বাড়ি থানায় এনডিপিএস আইনের ২০(বি)(I)(সি), ২৫ এবং ২৯ ধারায় মামলা নম্বর ৩০/২০২৬ রুজু করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস, পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং গাড়িটি কীভাবে এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিশুর জন্য নিরাপদ খেলার জায়গা

মায়ের অনুরোধেই বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে নতুন উদ্যোগ

ঢাকা, ৯ আগস্ট : একজন মায়ের সাধারণ একটি অনুরোধ থেকেই শুরু হয়েছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে প্রথমবার আসার সময় তিনি হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, ভিসার জন্য বাবা-মা যখন ব্যস্ত থাকবেন, তখন শিশুদের জন্য যেন একটি নিরাপদ খেলার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়। মায়ের সেই অনুরোধের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাস্তবায়িত হলো উদ্যোগটি। ভিসা আবেদন কেন্দ্রে তৈরি করা হলো শিশুদের জন্য নিরাপদ ও উপযোগী একটি খেলার জায়গা। উদ্বোধনের দিন নিজের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সেই খেলার জায়গাতেই ফিরে এলেন ওই মা। নিজের দেওয়া প্রস্তাব বাস্তবে রূপ নিতে দেখে তিনি হয়ে উঠলেন এই উদ্যোগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ছোট একটি উদ্যোগ হলেও এর মাধ্যমে জনসাধারণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়ার একটি বার্তা উঠে এসেছে। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার এমন উদ্যোগ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও মানবিক করে তুলছে। দুই দেশের সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি দুই দেশের মানুষ। তাঁদের প্রয়োজন, প্রত্যাশা ও পারস্পরিক যোগাযোগই ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।

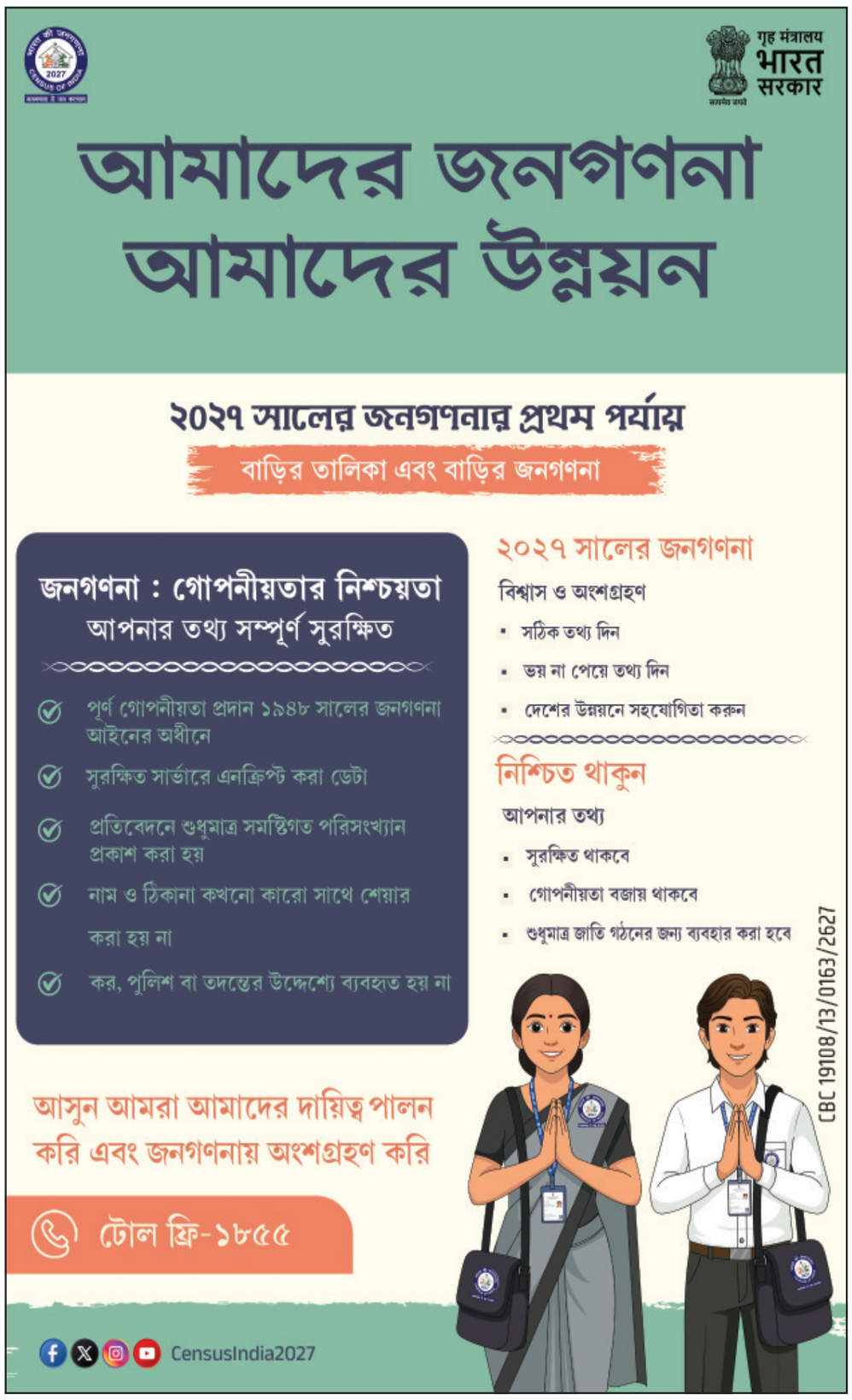

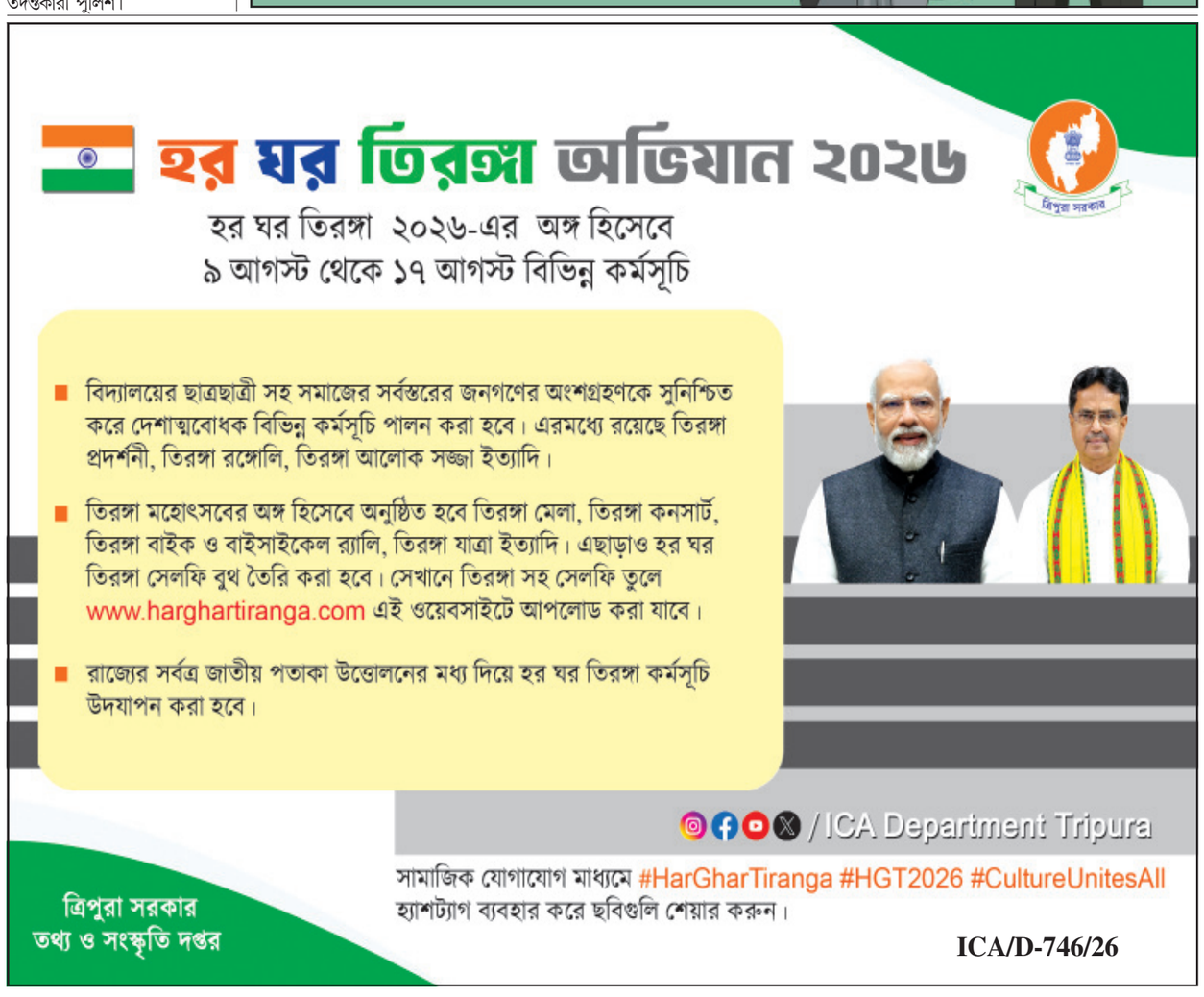

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas